মানভূম সংবাদ

☎ 9434180792
9046146814
9932947742
Office- 7063894018

GOVT. OF INDIA RNI REGN. NO.71060/99
নিরপেক্ষ মানুষের নিজস্ব দৈনিক

www.manbhumsambad.com
manbhumsambad@gmail.com

২৬ বর্ষ ৩৮ সংখ্যা	পুরুল্যা	৯ মে, ২০২৪, বৃহস্পতিবার	২৬ বৈশাখ, ১৪৩১	দাম ৩ টাকা	মোট পৃষ্ঠা ৮
26 yr 38 Issue	Purulia	9 May, 2024, Thursday	26 Baishakh, 1431	Price- Rs.3.00	

হিসাব দিয়ে মোদীকে ‘জবাব’ মমতার, কল্যাণকে ‘ধরার’ পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ লোকসভা নির্বাচনে বাংলার বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বা বিজেপির অন্য নেতৃত্বকে রেশনের চালের কথা বলতে শোনা গিয়েছে। প্রতি ক্ষেত্রেই তাঁরা দাবি করেছেন, কোভিড অতিমারির সময় থেকে বাংলায় বিনামূল্যে রেশন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বিজেপির এই দাবি বার বার নস্যাৎ করে দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার আরামবাগের সভা থেকে রেশনের টাকার হিসাবও দিয়ে দিলেন তিনি। আরামবাগের কালীপুর মাঠে বুধবার মমতার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী মিতালি বাগের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে রেশনের চালের হিসাব দেন মমতা। মোদীকে আক্রমণ করে বলেন, ‘‘উনি প্রতি সভায় গিয়ে গিয়ে বলছেন, রেশনের চাল নাকি বিনামূল্যে দেন। মিথ্যা কথা! এত মিথ্যাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমি আগে কখনও দেখিনি। আমার ভাবলে লজ্জা হয়।’’ এর পরেই রেশনের চালের হিসাব মঞ্চে বিশদে বোঝান মমতা। বলেন, ‘‘রাজ্যের ৯ কোটি মানুষকে আমি রেশন দিই। এই খাতে কেন্দ্রের ধার্য বছরে সাত হাজার কোটি টাকা। আর রাজ্যের ধার্য ৯ হাজার কোটি টাকা। কোভিডের পর থেকে গত দু’বছরে রেশন দেওয়ার জন্য আমরা মোট ১৮ হাজার কোটি টাকার চাল কিনেছি। সেই সঙ্গে আরও ১২ হাজার কোটি টাকা আমরাই দিয়েছি। মোদী এক পয়সা দেননি। উনি মিথ্যা কথা বলছেন।’’ আরামবাগের সভায় মমতার মঞ্চেই হাজির ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী তথা আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে রেশনের চালের প্রসঙ্গে মোদী তথা বিজেপির এই ‘মিথ্যা’ ভাষণ ধরে ফেলার পরামর্শ দেন মমতা। বলেন, ‘‘উনি প্রতি সভায় গিয়ে মিথ্যা কথাগুলো বলে যাচ্ছেন। কল্যাণ, তোমরা তো এগুলো ধরতে পারো।’’ উল্লেখ্য, লোকসভা ভোটের প্রচারের প্রথম পর্ব থেকেই মমতা রেশনের চাল নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করে আসছেন। প্রায় প্রতি সভায় গিয়ে তিনি জনগণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রেশনের চালের টাকা কেন্দ্র নয়, দেয় রাজ্য সরকার। এর সঙ্গেই রান্নার গ্যাসের দাম নিয়ে মোদী সরকারকে তিনি তুলোধনা করেন। বার বার তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘আমি বিনা পয়সায় চাল দিচ্ছি। সেই চাল মানুষকে ফোটাতে হচ্ছে হাজার টাকার গ্যাস কিনে। হাজার টাকার গ্যাসে ফুটছে বিনা পয়সার চাল!’’ এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক বার তিনি ‘নন্দলাল’ বলেও কটাক্ষ করেছেন।

তিন দফার প্রশংসায় পঞ্চমুখ কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ দেশে লোকসভা নির্বাচনের প্রথম তিনটি দফায় ভোটগ্রহণ হয়ে গিয়েছে। প্রায় অর্ধেক সংখ্যক কেন্দ্রে ভোট সম্পন্ন। এই পর্যায়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের প্রশংসা করল নির্বাচন কমিশন। এখনও পর্যন্ত এ রাজ্যে যে ভাবে ভোট হয়েছে, তাতে খুশি তারা। বাংলায় ভোট পরিচালনার বিশেষ প্রশংসা করেছেন খোদ নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিংহ। মঙ্গলবারই সম্পন্ন হয়েছে লোকসভা ভোটের তৃতীয় দফা। তার পর বুধবার রাজীব-সহ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের সঙ্গে ভোট নিয়ে একটি বৈঠক করেন। কোথায় কেমন ভোট হচ্ছে, কী ভাবে ভোট হচ্ছে, গোটা প্রক্রিয়া পরিচালনায় কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, তা নিয়ে আলোচনা হয় ওই বৈঠকে। সূত্রের খবর, সেখানেই বাংলার ভোটের প্রশংসা করেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব। জানান, বাংলার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিফ আফতাবের কাজে তিনি খুশি। যে ভাবে বাংলার প্রথম তিন দফাকে মোটের উপর ‘শান্তিপূর্ণ’ রাখা গিয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট কমিশন। আরও চার দফার ভোট বাকি বাংলায়। ভোটগ্রহণ হবে আরও ৩২টি কেন্দ্রে। সূত্রের খবর, তৃতীয় দফার ভোট নিয়ে বিশেষ ভাবে চিন্তিত ছিল কমিশন। কারণ ওই দফায় ভোট ছিল জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ উত্তর এবং মালদহ দক্ষিণ কেন্দ্রে। এই আসনগুলিতে অশান্তির আশঙ্কা ছিল তুলনামূলক বেশি। যে কারণে এই কেন্দ্রগুলিতে বাড়তি সতর্কতাও অবলম্বন করেছিল কমিশন।

ঘুরিয়ে দিলেন মোদী, উল্টে আক্রমণ রাহুলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ যে অস্ত্রে এত দিন রাহুল গান্ধীরা তাঁকে আক্রমণ করেছেন এ বার সেই অস্ত্রের অভিমুখ ঘুরিয়ে দিলেন মোদী। প্রশ্ন তুললেন, পাঁচ বছর ধরে গলা ফাটিয়ে এখন আদানি অম্বানী নিয়ে রাহুলেরা রাতারাতি চুপ করে গেলেন কেন? আরও এক ধাপ এগিয়ে তাঁর প্রশ্ন, ভোটঘোষণার পর তিনিও কি এই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন? বুধবার তেলঙ্গানার একটি জনসভায় যোগ দিয়েছিলেন মোদী। সেখানেই রাহুলকে নিশানা করে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। মোদী বলেন, ‘‘পাঁচ বছর ধরে কংগ্রেসের শাহজাদা একটাই কথা বলেন। রাফায়েল নিয়ে যখন কিছু হয়নি, তখন নতুন মন্ত্র পড়তে শুরু করে তিনি। ব্যবসায়ীদের নাম নিয়ে আক্রমণ করতেন। ধীরে ধীরে তিনি এখন আর অম্বানী-আদানিদের নাম নেন না। নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার পর থেকেই রাহুল তাঁদের নিয়ে আর কোনও কথা বলছেন না। অম্বানী এবং আদানিকে নিয়ে বাজে কথা বলাও বন্ধ করেছেন। আমি তেলঙ্গানার মাটি থেকে তাঁকে প্রশ্ন করতে চাই, অম্বানীদের থেকে কত টাকা নিয়েছেন তিনি? বিষয়টি গোলমেলে। পাঁচ বছর ধরে গলা ফাটিয়ে রাতারাতি কেন চুপ করে গেলেন তিনি?’’
মোদীর অভিযোগ প্রসঙ্গে পাল্টা মুখ খুলেছেন রাহুলের বোন তথা কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী। প্রিয়ঙ্কা বলেন, ‘‘এই সব অভিযোগ করার আগে প্রধানমন্ত্রী বলুন, দেশের সম্পত্তি তিনি কাদের হাতে তুলে দিয়েছেন?’’

অধীরবাবু তো নিজেই পদ্মে ভোট দেবেনঃ অভিষেক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ বহরমপুরে এ বার তৃণমূলের লড়াই কংগ্রেসের সঙ্গে নয়। বিজেপির সঙ্গে। অধীর চৌধুরী এ বার বিজেপির ‘ডামি ক্যান্ডিডেট’ (দ্বিতীয় প্রার্থী)! বহরমপুরে রোড-শোয়ের পর বক্তৃতায় এমনই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অধীরকে দীর্ঘ দিন ধরেই বিজেপির ‘এজেন্ট’ বলে কটাক্ষ করে আসছে তৃণমূল। সেই সূত্রেই বহরমপুরবাসীর কাছে অভিষেকের প্রশ্ন, এ বারের নির্বাচনে অধীর নিজেই কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। তা হলে অধীরকে কেন ভোট দেবেন মানুষ? বিজেপির সঙ্গে অধীরের সেটিংয়ের অভিযোগ তুলে ধরে দু’টি অডিয়োও শুনিয়েছেন তৃণমূলের সেনাপতি। অভিষেকের অভিযোগ, ‘কেন্দ্রীয় বঞ্চনা’ নিয়ে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল যে ভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরোধিতা করেছে, পথে নেমেছে, সে ভাবে অধীরকে কখনওই বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হতে দেখা যায়নি। উল্টে অধীর বরাবর বিজেপির হাত শক্ত করেছেন। অভিষেকের কথায়, ‘‘জাতীয় স্তরে যখন বিরোধী জোটের সলতে পাকানো শুরু হয়েছে, পটনা, বেঙ্গালুরু, দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাহুল গান্ধী, সনিয়া গান্ধী এবং মল্লিকার্জুন খড়্গোরা বিরোধী জোটকে কী ভাবে শক্তিশালী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা-বৈঠক করছেন, তখন লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে গিয়েছেন অধীরবাবু। এতে বিজেপিরই হাত শক্ত হয়েছে।’’ অভিষেকের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’ বাস্তবায়িত না হওয়ার সব চেয়ে বড় কারণ অধীর। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও অধীরের কার্যকলাপ সম্পর্কে জানিয়েছিলেন তিনি। অভিষেক বলেন, ‘‘কংগ্রেসের এক কেন্দ্রীয় নেতাকে বলেছিলাম। আমি নাম বলছি না। উনি আমাকে বলেছেন, ‘আমরাও অনেক বার বলেছি ওঁকে। কিন্তু উনি তো শুনছেনই না।’’’ বিজেপির সঙ্গে অধীরের সেটিং রয়েছে বলে দাবি করে অভিষেক দু’টি অডিয়ো ক্লিপও শুনিয়েছেন। তার প্রেক্ষিতে অভিষেকের প্রশ্ন, ‘‘অধীরবাবু তো এ বার নিজেই কংগ্রেসকে ভোট দেবেন না। তা হলে আপনারা (জনগণের উদ্দেশে) কেন কংগ্রেসকে ভোট দেবেন? বহরমপুরে বিজেপি এক জনকে প্রার্থী করেছে। আর অধীরবাবু বিজেপির ডামি ক্যান্ডিডেট!’’

আনন্দ সংবাদ

মানভূম সংবাদের প্রকাশনায়

‘আমার মনে থাকা কথা’—বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘সময়ের অবলোকন’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জনপথে অন্নদাতা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘দিশাহীন পথে’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘পরিবীক্ষণ’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘অন্বীক্ষা’ —বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

সাহিত্য সংস্করণ

‘শিকড়হীন বৃক্ষ’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘ঝুমুরের ঝংকার’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
‘জল ও জীবন’— সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী
মানভূম মহালয়া-১৪২৯—সম্পাদক- বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী

এই গ্রন্থগুলি মানভূম সংবাদ দপ্তর থেকে অথবা অনলাইনে অ্যামাজন, ফ্লিপকার্ট থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

শিল্প-বাণিজ্য

আসছে বিশ্ব ব্যাঙ্কের ব্যবসা-রিপোর্ট, তৈরি হচ্ছে ভারতও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ বিতর্কের মুখে পড়ে বছর তিনেক আগে নিজেদের 'সহজে ব্যবসা করার পরিবেশ' (ইজ় অব ডুয়িং বিজ়নেস) সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা বন্ধ করেছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক। এ বার বিভিন্ন দেশে ব্যবসা এবং লগ্নির পরিবেশ নিয়ে সমীক্ষা করছে তারা। আগামী ২৫ সেপ্টেম্বরে সেই প্রথম 'বিজ়নেস রেডি' (বি-রেডি) রিপোর্ট সামনে আনার কথা আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানটির। কেন্দ্রীয় সরকারি এক কর্তার দাবি, সেখানে প্রথম থেকেই এগিয়ে থাকতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে মোদী সরকার। এ জন্য নিজেদের অধীনে থাকা বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে বিভিন্ন মন্ত্রক। যেমন, বাণিজ্য মন্ত্রক দেখছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিকটি। মসনদে আসার পরে ভারতে ব্যবসার পরিবেশের কত উন্নতি হচ্ছে, তা তুলে ধরতে বরাবরই বিশ্ব ব্যাঙ্কের ইজ় অব ডুয়িং বিজ়নেস সূচকে দেশের অগ্রগতির কথা বলত মোদী সরকার। কিন্তু অনিয়মের অভিযোগে রিপোর্ট প্রকাশই বন্ধ হওয়ায় বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়েছিল তারা। এ বার বি-রেডি রিপোর্টে বিভিন্ন দেশে নীতি নির্ধারণের কাঠামো, সংস্থাগুলিকে দেওয়া সরকারি সুবিধা ইত্যাদি খতিয়ে দেখছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক। কোনও সংস্থা কাজ শুরু করা, তার কাজ চালানো, বন্ধ করা বা কাজের ধরন পরিবর্তনের মতো ১০টি বিষয় নজরে রাখা হবে। দেখা হবে ব্যবসা চালু, কোথায় তা শুরু হচ্ছে, কী কী পরিষেবা এর সঙ্গে যুক্ত, শ্রম সংক্রান্ত বিষয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক পরিষেবা, কর, সমস্যা মেটানো, প্রতিযোগিতা এবং দেউলিয়া আইন। এই প্রসঙ্গে সরকারি কর্তার দাবি, ভারতে রিপোর্টের জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকগুলি কাজ শুরু করেছে। লক্ষ্য ক্রমতালিকায় ভারতকে উপরে তুলে আনা। বাণিজ্য মন্ত্রক যেমন জোর দিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে। সে জন্য সব প্রশ্নমালা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এর আওতায় সে সংক্রান্ত নানা নিয়ম, সরকারি পরিষেবা, পণ্য আমদানি-রফতানিতে সুবিধা এবং ডিজিটাল বাণিজ্যের মতো বিষয় থাকার কথা। এদিকে, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বিশ্বব্যাঙ্কের দেওয়া তিন হাজার কোটি টাকায় সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজ চলছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে ফের এক হাজার কোটি টাকা চেয়ে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছে লিখিত আবেদন করেছে সেচ দফতর। তাদের দাবি, এই টাকা পাওয়া গেলে রূপনারায়ণ এবং দ্বারকেশ্বর নদ সংস্কার করা হবে। তাতে হাওড়া ও হুগলি থেকে বন্যা চিরতরে নির্মূল তো হবেই, পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল-দাসপুর এলাকার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতিও হবে। তার সঙ্গে সেখানে গ্রীষ্মকালীন চাষের জন্য জলসঙ্কটও অনেকটা মিটবে।

ব্যাঙ্কে ঋণ খাতে সংস্থান আরও, আশঙ্কা প্রস্তাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ এ বার থেকে কোনও প্রকল্প নির্মাণের জন্য ঋণ দিলে, সেই খাতে ব্যাঙ্কগুলিকে আগের থেকে কয়েক গুণ বেশি আর্থিক সংস্থান করতে হবে বলে প্রস্তাব দিয়েছে রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্ক। যা কার্যকর হলে ব্যাঙ্কের মুনাফা কমার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। যে কারণে মঙ্গলবার পড়ে গিয়েছে বেশির ভাগ ব্যাঙ্কের শেয়ার দর। আর তা-ই মূলত টেনে নামিয়েছে সূচককে। সেনসেক্স ৩৮৩.৬৯ পয়েন্ট পড়ে হয়েছে ৭৩,৫১১.৮৫। নিফ্‌টি হয়েছে ২২,৩০২.৫০। পতন ১৪০.২০। আরবিআই সম্প্রতি প্রস্তাব দিয়েছে, বিদ্যুৎ, ইস্পাত-সহ যে কোনও প্রকল্প নির্মাণে ধার দিলেই সেই খাতে আর্থিক সংস্থান বাড়াক ব্যাঙ্কগুলি। এখন তা মোট ঋণের ০.৪%। বাড়িয়ে করা হোক ১ থেকে ৫ শতাংশ। তবে প্রকল্প রূপায়ণ এবং তার থেকে আয় শুরু হওয়ার নিরিখে পর্যায়ক্রমে কমবে সংস্থান। প্রকল্প তৈরির সময় তা হবে ৫%। যখন সেটি চালু হবে তখন ২.৫%। আর প্রকল্প থেকে আয় শুরু হলে আর্থিক সংস্থান হবে ১%। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, ব্যাঙ্কগুলির স্বার্থেই এই প্রস্তাব রিজ়ার্ভ ব্যাঙ্কের। যাতে প্রকল্প থমকে ঋণের টাকা আটকে গেলে তাদের আর্থিক স্বাস্থ্য খারাপ না হয়। বিশেষজ্ঞ আশিস নন্দীর দাবি, এই প্রস্তাবে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে লগ্নিকারীদের মধ্যে। কারণ, ব্যাঙ্ক মোট মুনাফা থেকে আর্থিক সংস্থানে বরাদ্দ টাকা বাদ দিয়ে নিট মুনাফার অঙ্ক কষে। তাই সংস্থান বাড়লে নিট মুনাফা কমতে পারে। গত দু'দিন ধরে যে কারণে ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রির হিড়িক পড়েছে। শুধু মঙ্গলবারই বিএসই-তে ব্যাঙ্কের শেয়ার সূচক ৬০০ পয়েন্টেরও বেশি পড়েছে। যা বাজারকে টেনে নামিয়েছে। বিদেশি লগ্নিকারীরা ৩৬৬৮.৮৪ কোটি টাকার শেয়ার বেচেছে। ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের প্রাক্তন সিএমডি ভাস্কর সেন জানান, ব্যাঙ্কগুলি স্থায়ী আমানত হিসাবে জমা টাকা প্রকল্প তৈরিতে ধার দেয় দীর্ঘ মেয়াদে। কিন্তু অনেক সময়েই আমানতের মেয়াদের থেকে ঋণের মেয়াদ বেশি হয়। ফলে ঋণের টাকা ফেরত পাওয়া এবং আমানতের টাকা মেটানোর সময়ের মধ্যে বড় ফারাক থাকে। ওই ঝুঁকি সামলানো উদ্দেশ্য হতে পারে। মার্কারি ক্যাপিটালের ব্যাঙ্কিং বিশ্লেষক সুরেশ গণপতির দাবি, এতে ব্যাঙ্কগুলি প্রকল্প নির্মাণের ক্ষেত্রে ঋণ দেওয়া কমাতে পারে। এই দফার ঋণনীতিতে ফের সুদের হার ৬.৫ শতাংশে স্থির রাখা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে শক্তিকান্ত মূল্যবৃদ্ধি এবং আর্থিক বৃদ্ধির ভারসাম্য বহাল রাখার যুক্তি দিয়েছিলেন। তবে কবে সুদ কমতে পারে, সেই ইঙ্গিত দেননি। ওই ঋণনীতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঋণনীতি কমিটির সদস্যেরা যে আলাপ-আলোচনা চালিয়েছিলেন, বৃহস্পতিবার তার সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রকাশ করেছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। সেখানে স্পষ্ট হয়েছে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নে এখনও কতটা সতর্ক হয়ে এগোনোর পক্ষপাতী আরবিআই গভর্নর। গত কয়েকটি ঋণনীতিতেই তিনি বলে আসছেন, খুচরো বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হারকে ৪ শতাংশে নামাতে বদ্ধপরিকর তাঁরা। ওই বিবরণীতে বলা হয়েছে, ঋণনীতি কমিটির সদস্য জয়ন্ত বর্মা সুদ কমানোর পক্ষে ছিলেন। তবে শক্তিকান্তের মত ছিল, মূল্যবৃদ্ধিকে লাগাম পরানোর কাজটা শেষ হয়ে গিয়েছে ভাবা ঠিক নয়। বরং কড়া নজরদারি চালিয়ে যাওয়া উচিত।

সোনা (১০গ্রাম): ৭১৫২৫
রূপা (১ কেজি) : ৮১১২৪
ডলার (ইউ এস): ৮৩.৫০

শেয়ার বাজারের হালচাল

সেনসেক্স—	৭৩৪৬৬.৩৯
নিফটি—	২২৩০২.৫০
ন্যাসডাক—	১৬২৩৯.৮৭
এ.সি.সি—	২৪৩৫.০০
ভারতী টেলি—	১২৮৭.০০
ভেল—	২৮৬.৩০
এল এন্ড টি—	৪৫০০.০০
টাটা মোটর্স—	১০১২.২০
টি.সি.এস.—	৩৯৫৮.৯০
টাটা স্টিল—	১৬৬.০৫
ডাবর—	৫৫৪.৭০
গোদরেজ—	৮৬৪.৫০
এইচ.ডি.এফ.সি. –	১৪৮২.২০
আই.টি.সি.—	৪৪০.৯০
ও.এন.জি.সি.—	২৭৬.৮০
সিপলা —	১৩৮৩.৪০
গ্রাসিম ইন্ডা—	২৩৭৩.০৫
এইচ.সি.এল.টেক—	১৩১৪.০০
আইসিআইসিআইব্যাঙ্ক—	১১২৩.০০
সেল—	১৬০.৬৫
স্টেট ব্যাঙ্ক—	৮১০.৪০
সিমেন্স—	৬৩০০.২৫
ফাইজার—	৪২৭৬.০৫
ইউনিটেক—	১০.৯৭
উইপ্রো—	৪৬২.৯০
ডা. রেড্ডি–	৬০৫০.০০
মারুতি—	১২৫৪১.০০
র‍্যানবক্সি—	৮৫৯.৯০
অ্যাক্সিস ব্যাংক—	১১২৮.২৫
টি সি আই —	৮৮০.১০
মহানগর টেলি —	৩৫.৭৪
ম্যাঙ্গালোর রিফা—	২২১.৭০
আই পি সি এল—	৪৮৩.১০

আজকের দিন

আজকের দিন

আজ ৯ মে

১৯৪৪ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময় এই দিন সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ ক্রিমিয়া ফের দখল করে নেয়। জার্মান বাহিনী এই অংশটি রাশিয়া আক্রমণ করে দখল করেছিল। তবে সোভিয়েত বাহিনী কিছুটা পিছু হটে গিয়ে ফের আক্রমণ চালান এবং হিটলারের গেস্টাপো বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে। ক্রিমিয়া অধিকারের মধ্য দিয়ে সিবাস্তোপোল ফের সোভিয়েত বাহিনীর হাতে চলে আসে। একই দিনে এই বিশাল এলাকা তাদের দখলে এসেছিল।
১৯৪৬ ইতালির রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইম্যানুএলকে সিংহাসন চ্যুত করা হয়। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অক্ষশক্তি আত্মসমর্পণ করার পর ইতালিও পরাভূত হয়। ফলে ইতালির রাজবংশে শক্তি অনেক পরিমাণে কমে যায়। এ সময় দেশে নানা অরাজগতা দেখা দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের সমস্ত রাগ তখন গিয়ে পড়ে রাজবংশের উপর। সে কারণে তখনকার রাজা তৃতীয় ইম্যানুএলকে জোর করে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে ইতালিতে রাজতন্ত্রেরও অবসান ঘটে।
আজ বাংলা তারিখ মতে ১৪২৯ বঙ্গাব্দের ২৫শে বৈশাখ। এই দিন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য শিল্পী ও ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬১তম জন্মদিন। জোড়াসাঁকোয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বড় ছেলে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছেলে রবীন্দ্রনাথ। ১৯১৩ সালে তিনি সাহিত্যকৃতির জন্য নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তৃতীয় বিশ্বে তিনিই প্রথম নোবেলজয়ী সাহিত্যিক। তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও করেছিলেন যা পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পায়। সেই বিশ্বভারতী আজও সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত একটি স্বতন্ত্র পাঠক্রমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তাঁর মৃত্যু হয় ৮০ বছর বয়সে, ১৯৪১ সালে। বাংলা মতে ২২শে শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপনের যোগাযোগের ঠিকানা

ফাল্গুনি মাহান্তি, বাঁকুড়া, ফোন- ৯৪৩৪৩৯৩১৮২
বিনয় রায়, বাঘমুন্ডি, ফোন: ৯৭৩২১৭৪৮৭২ /৭৬০২৩৪৫১৫০
আশীষ ব্যানার্জী, রঘুনাথপুর, পুরুলিয়া, ফোনঃ ৯৭৩২১৩৯৩৩৫
রবীন্দ্রনাথ বল, নেতুড়িয়া, ফোন: ৯৯৩৩৪১৪৩১৭

শব্দজাল- ৫৯৩৪

১	২			৩	৪	
৫		৬		৭		৮
		৯	১০		১১	১২
১৩		১৪			১৫	
১৬	১৭			১৮		
১৯				২০		
	২১	২২	২৩		২৪	২৫	২৬
		২৭				২৮	

পাশাপাশি ঃ- ১) চিনির রসের উপর কালো আস্তরণ। ২) মন থেকে যা মুছে ফেলা খুবই কঠিন। ৫) মুসলমান রমনীদের মুখ ঢাকবার কাপড়। ৭) দুই পক্ষের মধ্যে সংযোগ রক্ষাকারী ৯) শেষ ১১) কাবু ১৪) বন্যা / প্লাবন। ১৮) আঙ্গিনা ১৬) মৃত্যুর পর মুসলমানদের দেহ যেখানে স্থান পায়। ১৮) ধন লক্ষী ১৯) স্থগিত ২০) সম্মানীয় ব্যক্তি ২১) বরাত বা কপাল ২৪) শাসনকর্তা। ২৭) পৃথিবী ২৮) লোহার চাদর দিয়ে তৈরী পোশাক।
উপরনীচ ঃ- ১) শরীর / গাত্র ২) দাম বা মূল্যের হার। ৩) অগ্র জন্মেছে যে ভাই। ৪) কণ্ঠ ৬) এই গিরিপথ খাওয়া যায়। ৮) এক প্রকার পান মশলা ১০) ত্রি ১২) চাঁদবেনের স্ত্রী ১৩) মা গঙ্গার বাহন ১৫) অমাবস্যা ১৭) পরিবর্তন। ১৮) লক্ষী ২২) মুনাফা ২৩) ফুল গাছ লাগানোর জন্য মাটির পাত্র ২৫) সমস্ত বা সকল। ২৬) কাজ।

উত্তর - ৫৯৩৩

পাশাপাশি ঃ-(১) ভুখা ৯৩) পেঁপে (৬) রিম (৭) শাকভাত (৯) খেয়াল (১১) ছায়া (১২) দিবা (১৪) লীলা (১৭) লজ্জা (১৮) তসবি (১৯) মতলব (২২) বামা (২৪) ননী (২৫) হরি। **উপরনীচ ঃ-** (১) ভুরি (২) খামখেয়ালী (৪) পেশা (৫) আভা (৮) কয়েদি (১০) লঙ্কা (১৩) বালবিবাহ (১৫) লাঙ্গল (১৬) তাত (২০) তট (২১) বন (২৩) মারি।

আজকের দিন

বেনীমাধব শীলের মতে

২৬ বৈশাখ, ভাঃ ১৯ বৈশাখ, **৯ মে** ২৬ বহাগ, ১ বৈশাখ সুদি, ২৯ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।৪, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।৪। **বৃহস্পতিবার,** প্রতিপদ দিবা ঘ ৭।৫মিঃ। কৃত্তিকানক্ষত্র দিবা ঘ ১।৪ মিঃ। শোভনযোগ অপরাহ্ন ঘ ৪।৬ মিঃ। বিবকরণ, দিবা ঘ ৭।৫ গতে বালবকরণ, সন্ধ্যা ঘ ৬।২৬ গতে কৌলবকরণ। **জন্মে**–বৃষরাশি বৈশবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ১।৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**–দ্বিপাদদোষ। **যোগিনী**-পূর্ব্বে, দিবা ঘ ৭।৫ গতে উত্তরে। **কালবেলাদি**-ঘ ২।৪৯ গতে ৬।৪ মধ্যে। **কালরাত্রি**-১১।৩৪ গতে ১২।৫৬ মধ্যে। **যাত্রা**-নাই, দিবা ঘ ১।৪ গতে যাত্রা মধ্যম দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**-দিবা ঘ ৭।৫ গতে ২।৪৯ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন। **বিবিধ**-দ্বিতীয়ার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডণ।

আপনার ভাগ্য

মেষ-অনর্থপাত। **বৃষ**-আশান্বিত। **মিথুন**- প্রাপ্য আদায়। **কর্কট**-স্নায়ুপীড়া। **সিংহ**-কর্ত্তব্যে ত্রুটি। **কন্যা**- চিত্তচাঞ্চল্য। **তুলা**-বিরোধ। **বৃশ্চিক**-কর্ম্মে সুখ্যাতি। **ধনু**- বেদনাহত। **মকর**-যকৃতের সমস্যা। **কুম্ভ**-অর্ধাগম। **মীন**-মানসিক ক্ষতি।

আগামীকাল

মেষ-নেতৃত্ব লাভ। **বৃষ**-বেহিসাবি খরচ। **মিথুন**- সৎপরামর্শ লাভ। **কর্কট**-বুদ্ধিনাশ। **সিংহ**-নাম-যশ বৃদ্ধি। **কন্যা**- হায়রানি। **তুলা**-সাধুসঙ্গ। **বৃশ্চিক**-ব্যবসায় সমস্যা। **ধনু**-জনহিতকর কার্য্য। **মকর**-অপচেষ্টা রোধ। **কুম্ভ**-বিশ্বাসঘাতকতা। **মীন**-প্রভুত্বলাভ।

জেলায়-জেলায়

ব্যালট বক্সে সিল নেই! চাঞ্চল্য

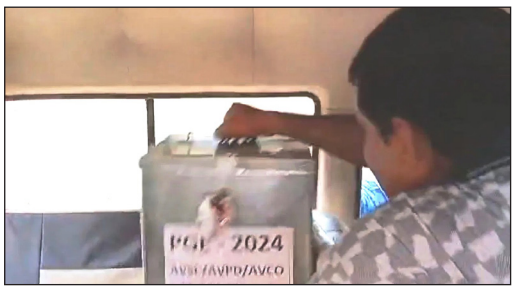

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদিয়া, ৮ মেঃ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু তাতে নেই কোনও সুরক্ষা! এমনই প্রশ্ন উঠল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। এবার ৮৫ বছরের বেশি বয়স্ক বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের বাড়িতে গিয়ে ভোট নেওয়ার যে ব্যবস্থা নির্বাচন কমিশন করেছে, তাতেই উঠেছে প্রশ্ন। বুধবার সকালে কৃষ্ণনগরের মল্লিকপাড়ার মোড়ে একটি বাড়িতে ভোট নেওয়ার পর এলাকার লোকজন খুব আগ্রহ নিয়ে বিষয়টি দেখার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, তাঁরা দেখতে পান সেখানে যে ব্যালট বাক্স আনা হয়েছে তাতে কোনওরকম সিল করা নেই। শুধুমাত্র একটি তালা লাগানো আছে এবং সেটিও কোনও ক্রমে আটকানো। এই অবস্থা দেখে বিজেপির মিডিয়া কনভেনার সন্দীপ মজুমদার প্রথম আপত্তি তোলেন। তিনি দাবি করেন তৃণমূল এই ভাবেই ভোট লুঠ করার চেষ্টা করছেন।

কৃষ্ণনগর শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতির কাছে বিষয়টি জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ‘নিজের চোখে এখনও কিছু দেখিনি। তাই এই বিষয়ে তিনি কিছু বলতে পারব না। আর তৃণমূল কংগ্রেসের এমন দুরবস্থা হয়নি যে এইভাবে ভোট চুরি করে তৃণমূলকে জিততে হবে।’ অপরদিকে বিজেপি কর্মীরা এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন নির্বাচন কমিশনের লোকজন। তাঁদের ঘিরে বিজেপির সমর্থকরা বিক্ষোভ দেখান। এরপর কমিশনের তরফে সেই বাক্সটাকে সিল করা হয়। তবে প্রশ্ন উঠেছে সিল ছাড়া এভাবে ব্যালট পেপার নিয়ে গেলে সেই ভোট আদৌ কতটা সুরক্ষিত থাকছে।

‘খুন’ হতে পারে কেশপুরে, বিস্ফোরক দাবি দেবের, পাল্টা অভিযোগ হিরণের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৮ মেঃ ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবের আশঙ্কা আগামী ১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে খুন হবে কেশপুরে। একটা ষড়যন্ত্র করে বিজেপি প্রার্থী ও বিজেপি দল তাঁদের দলীয় কর্মীকে খুন করে তৃণমূলের উপর দোষ চাপিয়ে ভোট করানোর চেষ্টা করবে। দেবের এই ঘোষণায় শোরগোল জেলার রাজনৈতিক মহলে। মঙ্গলবার কেশপুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে দেব অভিযোগ করেন, তিনি খবর পেয়েছেন এক দলীয় কর্মীকে খুনের পরিকল্পনা করেছে বিজেপি। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থীও রয়েছেন। দেবের দাবি, ওই খুনের রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাবে বিজেপি। তাই আগেভাগে তিনি সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছেন। বুধবার বীরভূমে নির্বাচনী প্রচারে গিয়েও একই কথা বলেন ঘাটালের তৃণমূল প্রার্থী। দেব বলেন, “১০ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে বড় ষড়যন্ত্র করার প্ল্যান চলছে বিজেপি। নিজেদের কর্মীকে খুন করে আমাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর প্ল্যান করছে। আমি আগে থেকে বলে রাখছি এরকম একটা ঘটনা কেশপুরে ঘটতে চলেছে। আমি কেশপুরে দশ বছর ধরে শান্তি রেখেছি শান্তি রাখার চেষ্টা করেছি।”

দেবের বক্তব্য প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ঘাটালের বিজেপি প্রার্থী হিরণ তৃণমূল প্রার্থীকে ‘ক্রিমিনাল’ বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর কথায়, “আমরা এফআইআর করছি। আমি কেশপুরের বিজেপি কর্মীদের উদ্দেশে বলছি, সবাই নিশ্চিন্তে থাকুন। কারও দম নেই যে খুন করবে।” হিরণ আরও বলেন, “এক জন সাংসদ এবং প্রার্থী খুনের পরিকল্পনা করছেন। বিজেপি কোনও খুনের পরিকল্পনা করবে কি ওঁকে জানিয়ে? এটা কি কোথাও হয়েছে?”

হিরণ জানান, তাঁরা সবাই ‘নিরাপত্তা’ চেয়ে নির্বাচন কমিশনের কাছে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে দেবের গ্রেফতারির দাবি করেছেন বিজেপি প্রার্থী। তিনি বলেন, “আমরা আইনজীবীর সঙ্গে কথা বলছি। লজ্জার ব্যাপার হল ভারতবর্ষের প্রথম কোন প্রার্থী প্রকাশ্যে খুনের কথা বলছেন। আমি লজ্জিত একজন শিল্পী হিসাবে।”

‘ভাবছি কার মাথায় ভাঙব’! প্রচারে বেরিয়ে বেল কিনে মশকরা দিলীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৮ মেঃ সকাল সকাল ভোটের প্রচারে বেরিয়ে বাজার করলেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বর্ধমান শহরের কার্জনগেট সংলগ্ন ফুটপাত থেকে তরমুজ আর বেল কেনেন দিলীপ। সাতসকালে বেশ খোশমেজাজেই ছিলেন তিনি। সকাল সকাল হঠাৎ ফল কিনতে গেলেন কেন? দিলীপের জবাব, “বেল আর তরমুজ কিনলাম। গরমের ফল। শরীর ভাল থাকে।” তার পর বেল হাতে মুচকি হেসে তিনি বলেন, “ভাবছি কার মাথায় ভাঙব।” এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছে তৃণমূল।

বুধবার বিজেপির চা-চক্রের আসরে দিলীপ নানা ইস্যুতে রাজ্যের শাসকদলকে তুলধোনা করেন। সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলা নিয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, “এসএসসি বলেছিল ‘আমরা বাছবিচার করতে পারব না। সেই রেকর্ডই নাই।’ প্রধানমন্ত্রী যেই বললেন, ‘যাঁরা ন্যায্য ভাবে চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের পাশে দাঁড়াব, প্রয়োজনে আদালতে যাব’, ঠিক তার দু’ঘণ্টার মধ্যেই এসএসসি বলল, ‘আমরা ঠিক রেকর্ড জমা দেব।’” দিলীপ আরও বলেন, “এটাও ঠিক নয় যে, তারিখের পর তারিখ পড়বে। সুপ্রিম কোর্ট নিশ্চয়ই দ্রুত বিচার করবে।” রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে তৃণমূলের সাজানো স্ক্রিপ্ট বলে দাবি করেছিলেন দিলীপ। বুধবার ওই প্রসঙ্গে তিনি আবার বলেন, “ওদের লড়াইটা এখন কমিশনের বিরুদ্ধে। বিজেপির বিরুদ্ধে নয়। রাজ্যপালের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। কারণ, ওরা বুঝে নিয়েছে যে, বিজেপি ৩৭০ এবং এনডিএ জোট ৪০০ আসন পাবে। তাই এবার ইভিএমের বিরুদ্ধে লড়াই হবে। লড়াইটা পাল্টে গিয়েছে। এখন লড়াইয়ের ময়দানে নাই। অফিসে লড়াই শুরু হয়ে গিয়েছে। হার নিশ্চিত জেনেই ওদের মনোবল ভেঙে গিয়েছে।” দিলীপের মন্তব্য প্রসঙ্গে রাজ্য তৃণমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস বলেন, “বিজেপি হল মারদাঙ্গা করার পার্টি। দিলীপ ঘোষ হলেন সেই দলের নেতা। তাই উনিও মারপিটের কথাই বলছেন। ভোটে হারার ভয়ে আস্ফালন দেখাচ্ছেন আর কী!”

‘আগামীদিনে তোমরা আরও সফল হবে’, শুভেচ্ছা মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৮ মেঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ হতেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৌতূহল দেখা দিয়েছে। কলকাতাকে টেক্কা দিয়েছে জেলা। এই আবহে সকল ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক্স হ্যান্ডেলে শুভেচ্ছাবার্তায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু লেখেন, ‘আজ ৬৯ দিনের মাথায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা ২০২৪ সালের ফল প্রকাশিত হল। পাশের হার ৯০ শতাংশ। সফল ছাত্রছাত্রীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। তোমরা খুব কৃতী হও,ভাল মানুষ হও, বাংলা ও বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করো, এই কামনা রইল।’

এরপরই আসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছাবার্তা। তিনি সকলকে অভিনন্দন জানান। এক্স হ্যান্ডেলে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, ‘উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তোমাদের অভিভাবক ও শিক্ষকদেরও জানাই আমার অভিনন্দন। আগামী দিনে তোমরা আরও সফল হবে, দেশের নাম, রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করবে— এই প্রার্থনা করি। আর আজ যারা কোনও কারণে সফল হতে পারোনি, তাদের বলব ভেঙে না পড়ে মন দিয়ে চেষ্টা করো। আগামীতে তোমরাও সফল হবে। আমার অগ্রিম শুভেচ্ছা রইল।’

প্রসঙ্গত, এবারের উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৮ লাখ পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাশ করেছে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭৮৪ জন। পরীক্ষায় পাশের হার ছিল ৮৯.৯৯ শতাংশ। তার মধ্যে ৭০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ২২.৩৮ শতাংশ, ৮০ শতাংশের বেশি নম্বর পেয়েছে ৮.৪৭ শতাংশ। আর প্রথম দশে স্থান পেয়েছেন ১৫ জেলার ৫৮ জন পড়ুয়া। কলা বিভাগে পাশের হার ৮৮.২ শতাংশ, বিজ্ঞান বিভাগে পাশের হার ৯৭.১৯ শতাংশ, বাণিজ্য বিভাগে পাশের হার ৯৬.০৮ শতাংশ। জেলা অনুযায়ী পাশের হারে প্রথম পূর্ব মেদিনীপুর। এদিকে প্রথম দশে আছেন হুগলি জেলার ১৩ জন পরাক্ষার্থী, বাঁকুড়ার ৯ জন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৭ জন এবং কলকাতার ৫ জন।

৪৯৬ মার্কস পেয়ে প্রথম হয়েছেন আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়ামস হাইস্কুলের অভীক দাস। দ্বিতীয় হয়েছেন নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের সৌম্যদীপ সাহা। তিনি পেয়েছেন ৪৯৫। তৃতীয় হয়েছেন মালদা অভিষেক গুপ্ত। প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৪। এদিকে উচ্চমাধ্যমিকে চতুর্থ তথা মেয়েদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন দু'জন- কোচবিহারের সুনীতি অ্যাকাডেমির ছাত্রী প্রতীচী রায় তালুকদার এবং চন্দননগরের কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা মন্দিরের স্নেহা ঘোষ। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৩। পঞ্চম স্থানে রয়েছে ৭ জন- কাঁথি হাইস্কুলের সায়ন্তন মাইতি, বাঁকুড়া মিশন গার্লস হাই স্কুলের সুস্মিতি কুণ্ডু, মালদার বুলবুলচন্ডী গিরিজা সুন্দরী বিদ্যামন্দিরের সুপ্তথিতা সরকার, কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের সৌনক কর, নবনালন্দা শান্তিনিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের সানন্দা রায়, বাঁকুড়ার বেথুয়াডহরি হাই স্কুলের অঙ্কিত পাল, মালদা রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরের অর্নব কর্মকার। তাঁদের প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২।

আচমকাই ধস, বড় বড় ফাটল, নদী বাঁধ নিয়ে আতঙ্কে গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৮ মেঃ নদী বাঁধে আচমকা ধস নামায় পাশাপাশি একাধিক জায়গায় বড় বড় ফাটল দেখা দেওয়ায় আতঙ্ক গ্রাস করেছে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের কাকদ্বীপের সাতের ঘেরি এবং সাগরদ্বীপের চকফুলডুবি এলাকার বাসিন্দাদের। মঙ্গলবার বিকালে হঠাৎ মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে ২০ ফুট ধস নেয়। রাতে আবারও নদী বাঁধে ৩০ ফুট ধস নামে।

বুধবার সকালে জোয়ারের সময় এলাকাবাসীরা বাঁধের উপরে ভিড় জমান। এছাড়াও ধস নেওয়া নদী বাঁধের লাগোয়া একাধিক জায়গায় বড় বড় ফাটল দেখতে পান বাসিন্দারা। অন্যদিকে সাগরের চকফুলডুবি এলাকায় প্রায় ৪০০ মিটার নদী বাঁধে বড়সড় ধস নামার পাশাপাশি ফাটল দেখা দিয়েছে। এদিন সকাল থেকে আতঙ্কিত বাসিন্দারা নদী বাঁধের উপর ভিড় জমিয়েছেন। এদিন থেকে অমাবস্যার কোটাল। তার উপর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জেরে ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলছে।

নদীর জল বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এই ধসের পাশাপাশি ফাটলকে ঘিরে নতুন করে ভাঙনের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে নদী বাঁধে পাশে থাকা বাসিন্দাদের। ধস রুখতে ইতিমধ্যে স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত মেরামতের কাজে হাত দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

আমাদের কথা, আমাদের ভাষায়

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর পদকে হাস্যকর করছেন

মুখে মাদার অফ ডেমোক্রেসি, যার মুখ এবং মুখোশ প্রধানমন্ত্রী নিজে, তিনি গণতান্ত্রিক ইতিহাসে কি ধরণের নজীর রাখছেন পরবর্তী প্রজন্ম তার গবেষণা করবে। প্রধানমন্ত্রী পদে বসে এতখানি নিকৃষ্ট বক্তব্য কোন জনসভায় রাখা যায় এর আগে কোন প্রধানমন্ত্রী সেই রাস্তায় হাঁটেননি। বিশ্বের ইতিহাসে এরকম পাওয়া যাবে না। পদের মর্যাদা না বুঝলে বাঁদরের হাতে শালগ্রাম শিলার মতই হয়ে যায় দেশের শাসন ব্যবস্থা। শাসন ব্যবস্থার প্রধান হয়ে দেশের সামনে এমন কিছু উদাহরণ রাখা উচিত নয় যা থেকে দেশবাসী নিজেদের গর্বিত মনে করা তো দূরের কথা অনুশোচনা করবেন এরকম এক ব্যক্তিকে কেন তারা এরকম গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্বাচিত করেছেন। নিশ্চিত ভাবে দেশবাসীর অধিকাংশ আঙুল কামড়াচ্ছেন। ভারত-পাকিস্তান, হিন্দু-মুসলিম, হিন্দু খতরে মে হ্যায়, রামমন্দির, হিন্দুত্ব এই পর্যন্ত সহ্য করেছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী পদে থেকে তিনি মা-বোনেদের গহনাগাঁটি, মঙ্গলসূত্র থেকে একেবারে ভঁইস পর্যন্ত নামতে পারবেন এটা অনুমান দেশের মহিলারা কখনই করেননি। প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি বলতে পারেন কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে এক্সরে মেশিন নিয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে আসবে এবং তল্লাশি করবে, সব কিছু ছিনিয়ে নেবে। দেশবাসী বুঝতে পারছেন না এ ধরণের তথ্য প্রধানমন্ত্রী কোথায় পেলেন? কংগ্রেসের ৫০-৫৫ বছরের শাসন যারা দেখেছেন তারা কেউ মনে করতে পারছেন না কংগ্রেস আমলে এরকম হয়েছিল। বরং যে কথাগুলো প্রধানমন্ত্রী বলছেন সেই কাজগুলি তার আমলে হয়েছে, ভুক্তভোগী দেশবাসী।

এত এত প্রতিশ্রুতি কোথায় চলে গেল তার হিসাব দেবার সময় নেই অথচ বানিয়ে বানিয়ে কংগ্রেস এই করতে পারে, কংগ্রেস ওই করতে পারে, কংগ্রেস এই করবে, কংগ্রেস ওই করবে বলতে পারছেন। নির্বাচনী প্রচার সভায় গত ১০ বছরে এমন কোন কাজ তিনি করেননি যা মানুষের কাছে তুলে ধরা যাবে। বরং যেগুলি করেছেন তা দেশবাসীকে ভিখারী বানানোর ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছু ছিল না। কোথায় গেল চাকরির ব্যবস্থা, কোথায় গেল জিনিসপত্রের দাম কমানো, কোথায় গেল বিদেশ থেকে কালো টাকা আনা, কোথায় গেল অচ্ছে দিন। এসবের জবাব তার দেওয়ার কথা। কোনটাই করেননি, জবাব নেই তার কাছে। সে কারণে কংগ্রেসের মেনিফেস্টো নামে এমন সব মিথ্যাচার করে যাচ্ছেন যা শুনে মানুষ হতচকিত। নোট বাতিল করে মা বোনেদের লুটেছেন। গোল্ড বন্ড এনে মহিলাদের সোনা দানা বাড়ী থেকে ব্যাঙ্কে নিয়ে এসেছেন। চাকরি দেওয়া তো দূরের কথা, কয়েক কোটি চাকরি খেয়েছেন। সুশাসনের নামে কু শাসন এমন ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন যার সুফল শুধুমাত্র কর্পোরেট দুনিয়ার লোকেরা পাচ্ছেন, গরীবের বেলায় পাঁচ কিলো আনাজ। রাহুল গান্ধীর নাম না নিয়েই তিনি বলছেন কংগ্রেসের শাহাজাদা আর আম্বানি আদানির নাম করছেন না। মোটা মাল খেয়ে নিয়েছেন। এতদিন যার মুখে আদানির নাম শোনা যায়নি সেই প্রধানমন্ত্রী আদানির নামও বলছেন। প্রধানমন্ত্রীর পদকে এতখানি হাস্যকর আর কেউ করেননি।

সকল কর্তব্যকর্মের নাম যজ্ঞ

কর্তব্য সাধনায় ভগবৎ প্রাপ্তি

ভগবান বিবস্বানকে উপদিষ্ট কর্মযোগ

সৎ (প্রাপ্ত)-এর দুটি বিভাগ—আত্মা এবং পরমাত্মা। আত্মার নিজেতেই নিজের স্থিত হয়ে যাওয়া হল 'জ্ঞানযোগ' এবং নিজেঠই নিজেকে পরমাত্মায় সমর্পিত করে দেওয়া হল 'ভক্তিযোগ'। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগ তিনটির কোনো একটিতে পূর্ণ হয়ে গেলে মেনে নেওয়া অহং-এর বিনাশ হয়ে যাবে।

প্রতীতি করণ-সাপেক্ষ, এবং যা প্রতীতির অতীত পরমাত্মতত্ত্ব (প্রাপ্ত) তা হল করণ-নিরপেক্ষ। অতএব পরমাত্মতত্ত্বের অনুভূতি অভ্যাসসাধ্য নয় অর্থাৎ তার অনুভূতির জন্য শরীর-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি প্রভৃতি করণগুলির বিন্দুমাত্র অপেক্ষা (প্রয়োজনীয়তা) নেই। এগুলির প্রয়োজন কেবল সংসারের জন্য, নিজের জন্য নয়।

অভ্যাসের দ্বারা কেবল অবস্থার পরিবর্তন এবং এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। অবস্থার অতীত সত্তার অনুভূতি অভ্যাসের দ্বারা হয় না, তা হয় অনভ্যাসের দ্বারা। অনভ্যাসের অর্থ—কিছু না করা। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধের ফলেই যা কিছু করা হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়া চেতন কিছু করতেই পারে না, করাটা হয়ই না। তাই তার উপর কিছু করার দায়ও নেই।

ক্রমশ...

বিবাহ, বিচ্ছেদ নয় বনাম আদালত

তন্ময় কবিরাজ

বিবাহ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, সভ্য সমাজের অন্যান্য সব ব্যাপারের মতই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সঙ্গেই মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। অন্যদিকে, সমাজবিজ্ঞানী এন্ডারসন ও পার্কার বলেছিলেন, বিবাহের মধ্যে যেমন উৎসবের রয়েছে তেমনই সে উৎসবের আড়ালে রয়েছে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের মাপকাঠি। বিচারপতি নগরথনা ও বিচারপতি মসিহ বিবাহের পবিত্রতা রক্ষার জন্য সপ্তপদীর কথা উল্লেখ করেছেন। প্রয়োজনীয় রীতিনীতি পালন না করলে সে বিবাহকে বৈধ বলে স্বীকার করা হবে না বলে মন্তব্য করেন বিচারপতিরা। পর্যবেক্ষণে তাঁরা বলেছেন, বিবাহ মানে শুধু খাওয়া দাওয়ার আনন্দ অনুষ্ঠান নয়, তার সঙ্গে প্রথার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। বিবাহের পূর্বে তাই বিবাহ সম্পর্কে সেই পবিত্রতার কথা জানা দরকার। উল্লেখ্য যে, ঋকবেদ অনুসারে, সপ্তপদীর মধ্যে দিয়েই নারী পুরুষের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে যা অবিচ্ছিন্ন, স্ত্রী হয়ে উঠে অর্ধাঙ্গিনী। বলা বাহুল্য, বর্তমান সমাজ পরিস্থিতিতে যখন প্রথা ভাঙার রীতি চলছে চারদিকে, নিজেদের ঐতিহ্যকে ভুলে যাচ্ছে সবাই, তখন দেশের বিচারব্যবস্থা সেই প্রথাকেই মনে করিয়ে দিতে চাইছে। প্রথা একটা দীর্ঘদিনের বৈধ অভ্যাস, তাকে অবজ্ঞা করা যায় না। প্রথা থেকেই আইনের জন্ম হয়। দেশের আদালত মানুষের জৈবিক সুখের পথে যেমন অন্তরায় হয়নি, তেমনি বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতার রক্ষা করতেও তাঁরা বদ্ধ পরিকর। দিল্লী হাইকোর্ট বলছে, পরিনত বয়সে লিভ ইন সম্পর্কে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না, এমনকি তা ফৌজদারি আইনে আনাও ঠিক নয়। আসলে বিচারব্যবস্থা বোঝাতে চেয়েছে, কেউ যদি লিভ ইন সম্পর্কে থেকে সুস্থ ভাবে জীবন কাটাতে পারে তো ভালো কিন্তু তাকে সেই সম্পর্কের বৈবাহিক রূপ দিতে হলে প্রচলিত প্রথা মেনেই করতে হবে। নিজের ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবিতে কেউ প্রচলিত প্রথাকে কালিমালিপ্ত করে অন্যের ভাবাবেগে আঘাত হানতে পারে না। অধিকার কর্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে দুয়ের মধ্যে। দেশের আদালত বিবাহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে বলছে, এক কথায় সেলফ রেসপেক্ট ম্যারেজ। সমাজবিজ্ঞানী রস মনে করতেন, বিবাহ একটি পবিত্র, ব্যক্তিগত ও সামাজিক চুক্তি। যদিও ভারতীয় আইনে বিবাহ সম্পর্কে চুক্তির ধারণা নেই। বরং পবিত্রতা উত্তরণের গল্পে আবদ্ধ স্বামী স্ত্রীর মধুর সম্পর্ক। তাই মর্গ্যান যখন বলেন, বিবাহ আইনগত গণিকাবৃত্তি তখন তা ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধে। দেশের আদালত বিবাহ সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বুঝিয়েছেন, বিবাহের একটা শাস্ত্রীয় ইতিহাস রয়েছে, সেটাও জানা দরকার। সারা পৃথিবী তথা দেশেও ক্রমাগত বাড়ছে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা,যা চিন্তার। পরিবার তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে। জীবন ক্রমশ পরিযায়ী হয়ে পড়ছে। মানুষ দিন কাটাচ্ছে ডিপ্রেশনে।

বিবাহ বিচ্ছেদ আজকাল সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। বিশ্বের নিরিখে ভারতে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কম হলেও অতি সাম্প্রতিক কিন্তু সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। দেশের বিবাহ বিচ্ছেদের হার ১.১শতাংশ থেকে বেড়ে ১.৬শতাংশ, যেখানে সুইডেনে ৫৪.৯শতাংশ, আমেরিকাতে ৫৪.৮শতাংশ, জাপানে ১.৯শতাংশ। দেশের মধ্যে মহারাষ্ট্রে বিবাহ বিচ্ছেদের হার বেশি ১৮.৭শতাংশ। দ্বিতীয় কর্ণাটক ১১.৭শতাংশ, উত্তরপ্রদেশ ৮. ৮শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গ ৮.২শতাংশ। দিল্লি, মুম্বাই, চেন্নাইতে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। আগের তুলনায় হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০শতাংশ। সমাজ বদল হচ্ছে। সমানুপাতিকহারে বাড়ছে জীবনের চাহিদা। জীবন এখন বর্ণময়। মানুষের কাছে বিকল্প রয়েছে। তাই স্থির জীবনে তার আর আস্থা নেই। একপেশে জীবন থেকে মুক্তি পেতে সে চেনা সম্পর্ক ভাঙতে চাইছে বারবার। ফলে বৈবাহিক জীবনে ফাটল ধরছে। কারন হিসাবে অনেকেই মনে করছেন, বিশ্বাসের অভাব, যোগযোগ নেই, ক্রমবর্ধমান চাহিদা, আর্থিক নিরাপত্তা, কাজের চাপ, বেলাগাম জীবন যাত্রা। মানুষ আজ আর দায় দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাইছে না। সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগে ইচ্ছুক। ফলে সাবেক পরিবার প্রথা ভেঙে পশ্চিমী ধাঁচের জীবনযাপনে আগ্রহী। অতি সাম্প্রতিক অচিন গুপ্ত বনাম হরিয়ানা রাজ্য মামলায় আদালত বলেছে, বিবাহকে টিকিয়ে রাখতে হলে সহ্য ক্ষমতা, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা দরকার। আদালত আরোও বলছে, সাংসারিক জীবনের ছোটখাটো বিষয়গুলোকে সবসময় বড়ো করে দেখতে নেই কারণ তিলকে তাল করলে তার নেতিবাচক প্রভাব বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে এসে পড়ে। তাছাড়া, কথায় কথায় পুলিশ ডাকাও উচিত নয়। বরং পারিবারিক মধ্যস্থতার মাধ্যমে সমাধান করা উচিত।

আদালত সবসময় চেষ্টা করছে যাতে বৈবাহিক সম্পর্ক নষ্ট না হয়, তার পবিত্রতা রক্ষা পায়। সমাজ ও জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে গিয়ে আদালতও কখনও কখনও তাঁর মনোভাব বদল করেছে। ২০০৭সালে সুপ্রীম কোর্ট বিবাহ রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক করেছিল কারণ তখন বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ক্রমশ বাড়ছিল। তথ্য বলছে, তখন দিল্লিতে প্রতিবছর ৫০,০০০ বিবাহ হতো, অথচ রেজিস্ট্রেশন হতো মাত্র ১৫০০। তাই বিবাহতে যেমন আইনত স্বীকৃতি পেতে রেজিস্ট্রেশন দরকার, তেমনই সামাজিক ধারা অব্যাহত রাখতে প্রথাকেও গুরুত্ব দেওয়া নাগরিক কর্তব্য,নাহলে আমরাই আমাদের সংস্কৃতি ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকব। সাম্প্রতিক বিচারব্যবস্থার পর্যবেক্ষণ তাই যথেষ্ট ইতিবাচক।

Owner: Manbhum Sambad Publication Pvt. Ltd., Printer, Publisher - VIVEKANANDA TRIPATHY, Published from Dulmi Nadiha, District-Purulia-723102(W.B.) and Printed from Vitec Printo, Ranchi Road, Purulia - 723101, W.B., **Editor - Vivekananda Tripathy**

সত্ত্বাধিকারী মানভূম সংবাদ পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, মুদ্রক ও প্রকাশক ঃ বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী কর্তৃক দুলমি, নডিহা, জেলা - পুরুলিয়া ৭২৩১০২ পঃবঃ থেকে প্রকাশিতও ভাইটেক প্রিন্টো, রাঁচি রোড, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, পঃবঃ থেকে মুদ্রিত, **সম্পাদক - বিবেকানন্দ ত্রিপাঠী**

সাহিত্য-সংস্কৃতি

বৈশাখ ও রবীন্দ্রনাথ

অরিন্দম ঘোষ

(শেষাংশ ...)

প্রখর তপ্ত বৈশাখ গ্রীষ্ম শুরুর প্রথম মাস। অবিরাম অগ্নিবাণে শুষ্ক শীর্ণ হয়ে ওঠে প্রকৃতির অবয়ব-চরাচর জুড়ে নিবিড় বৈরাগ্যের ছায়ামূর্তি, মুক্তির আকুতিতে উদ্দাম দিশেহারা। বাইরের লাবণ্যহীনতা চারদিকে যেন এক মহা-নির্দেশক হিসেবে চিহ্নিত অন্য প্রাকৃতিক মহা পর্যবেক্ষণ:-

''নাই রস নাই, দারুণ দাহনবেলা।
খেলো খেলো তব নীরব ভৈরব খেলা ॥''...

খেলা থেমে যায় একসময় আর দেখা যায় তার ভিতরে প্রাণের আশ্চর্য অস্তিত্ব। দারুন দহনবেলায় ক্লান্ত কপোত খুঁজে বেড়ায় তৃষ্ণার জল। প্রকৃতিও তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে, ধরিত্রী বিদীর্ণ হয়ে যায়। তাপদাহে দহন শয়নে তপ্ত ধরণী পিপাসার্ত হয়ে যেন বলে ওঠে-

'এসো এসো হে তৃষ্ণার জল,
কলকল্ ছলছল্--
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর
বক্ষতল কলকল্ ছলছল্॥'

আবার "গ্রীষ্ম বর্ণনায়" কবি দারুন দহন বেলার রসহীনতার ছবি যেমন এঁকেছেন তেমনই বৈশাখী ঝড়কে "জরাজীর্ণতার অবসানের নূতনের আবাহনের ভগীরথ" রূপে আশ্চর্য কল্পনার জগতে অনন্যসাধারণ এক বর্ণনার অবতারণা করেছেন-

''ওই বুঝি কালবৈশাখী
সন্ধ্যা আকাশ দেয় ঢাকি''

শুষ্ক তাপের দৈত্যপুরে দ্বার ভাঙবে বলে ছুটে আসে কালবৈশাখী আর এর সঙ্গেই আসে বৃষ্টির আগমনী বার্তা। বিশ্বচরাচর অমৃতবারির পরশ পাওয়ার জন্য উদগ্র হয়ে ওঠে। তবে বৈশাখী ঝড় কেবল বাইরের প্রকৃতিতেই আসে না, আসে হৃদয়ের ভেতরেও। কবি যেন কল্পনার জগতে কোনও এক স্তর পর্যন্ত মননিবেশ করে ব্যস্ততা নিয়ে বলেন:-

''হৃদয় আমার,
ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে।
বেড়া-ভাঙার মাতন নামে
উদ্দাম উল্লাসে॥''...

রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ও এখানে দৃশ্যমান জটিল কেশে ঢাকা আকাশ, পিঙ্গল জটার দীপ্তি, কঠিনের ক্রূর বক্ষতল আর কবি কবিতা যেন প্রার্থনার রূপ ধারণ করেছে:-

''হে তাপস,
তব শুষ্ক কঠোর রূপের গভীর রসে
মন আজি মোর উদাস বিভোর
কোন্ সে ভাবের বশে॥"...
"তব পিঙ্গল জটা হানিছে দীপ্ত ছটা,
তব দৃষ্টির বহ্নিবৃষ্টি অন্তরে গিয়ে পশে॥
বুঝি না, কিছু না জানি
মর্মে আমার মৌন তোমার কী বলে রুদ্রবাণী॥'

কবির কলম একটু অন্যভাবে অন্যমাত্রা যুক্ত করেছে। ...

দিনের শেষে চৈত্রের অবসানে গাইতে বসি বিদ্যুত চমকের তালে তালে পুরাতন বছর শেষের গান। সে গান শেষ হতে না হতেই ধুলোপায়ে সেই দুর মেঠোপথ মাড়িয়ে, ঝোড়ো হাওয়ায় গুটি আমের গড়াগড়ি পেরিয়ে, শুকনো পাতার হাওয়া উড়িয়ে- বাঁকা পথের শেষে ধুধু-মাঠ যেথা মেঘে মেশে, সে পথ পাড়ি দিয়ে বৈশাখ এলো আমাদের আঙিনায়। জুড়াবো বক্ষ, করবো আলিঙ্গন। উপায় কোথায়? তোমার আমার একত্র সে যাত্রা, এখন যে বড় ভয়ংকর। 'এ দুর্দিনে কী কারণে পড়িল তোমার মনে বসন্তের বিস্মৃত কাহিনী?'

ইতিহাসের একটা পর্যায় থেকে এই ভূখন্ডের জনগোষ্ঠী পহেলা বৈশাখকে তাদের বেঁচে থাকার প্রেরণার দিন হিসেবেই ধরে নিয়েছে। প্রতি বছর বাঙালি জাতি জন্মায় পহেলা বৈশাখের মধ্য দিয়ে। চির নতুনের প্রতীক হয়ে প্রতি বছর আসবে পহেলা বৈশাখ। তাই তাকে বরণ করতেই হয়। বৈশাখ এলেই আমাদের পেয়ে বসে রবীন্দ্রনাথে, না কি রবীন্দ্রনাথকে বৈশাখে! সে কী করে হবে? তাঁকে ফ্রেমবন্দি বা আর কোন কিছু দিয়ে বন্দি করা সম্ভব নয়। তিনি যে চিরনুতন! চিরমুক্ত! সেই চিরনূতনকে সাথে নিয়ে আমাদের পথ চলা। তিনি ভাবতে শিখিয়ে ছিলেন মানুষ এই বিশ্বচরাচরেরই অংশ। তাঁর সাহিত্যে, গানে, নাটকে, জীবনাচরণে মেলবন্ধনের কথা বলেছেন মানুষের সাথে প্রকৃতি থেকে শুরু করে সমস্ত প্রাণীজগতের সঙ্গে। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ চিরকালীন।

ঋণ স্বীকার :-
১. "রবীন্দ্রনাথের বৈশাখ আমাদের বৈশাখ", হেনা সুলতানা, শিল্প-সাহিত্য, প্রকাশ: ১৪ এপ্রিল ২০২১,
২. রবীন্দ্রভাবনায় গ্রীষ্ম, সুপর্ণা দাস মজুমদার, রবীন্দ্রনাথমেলা ই-পত্রিকা, বহরমপুর, ৯ মে, ২০২১

কবিতা

পঁচিশে বৈশাখ

পশুপতি ভদ্র

সেদিন হাঁটতে হাঁটতে রবীন্দ্র কলোনি,
ব্যস্ত শহরে বালি, সিমেন্টে দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য,
সরোবরের পাশ কাটিয়ে রবীন্দ্র সদন।

সদানন্দ শহরে বুদ্ধিজীবীর কফিহাউস,
শান্তিনিকেতনি ব্যাগে 'গীতবিতান', 'গীতাঞ্জলি',
জ্যাম এড়িয়ে সন্ধ্যার অটোয় জোড়াসাঁকো,
ফুল, মালা, অঢেল সৌন্দর্যে রবীন্দ্র স্মরণ!

শ্লোগান, ডাগর মিছিলে মুখরিত শহর,
শ্রদ্ধা ভালোবাসা, - অনন্ত প্রণামে দুই বাংলা,
রবীন্দ্র জীবন, - জয়গানে প্রদীপ্ত চর্চা,
আশা নিরাশা, উচ্চাশায় অট্টালিকা,
হে প্রণম্য ঠাকুর, বিশ্ব নোবেল নিরুদ্দেশ কবি,
অপদার্থ বাঙালির রৌদ্রদগ্ধ প্রণাম।

পঁচিশে বৈশাখ, দারুণ সমারোহ,
ফাইফরমাস, - দধীচির হাড়ে যন্ত্রণার জীবন,
গাছে গাছে কথা শুনি, - ধূসর ভবিষ্যৎ!

পঁচিশে বৈশাখে

বিপ্লব গোস্বামী

পঁচিশে বৈশাখে
স্মরণ করি তাঁকে
তাঁর কবিতা তাঁর গানে
সবার মনে ছন্দ আনে।
তাঁর নাটক তাঁর গল্প
পাঠ করে অল্প অল্প
স্মরণ করি তাঁকে
পঁচিশে বৈশাখে।

পঁচিশে বৈশাখে
শুরু পূজার ডাকে
সবখানে হয় অনুষ্ঠান
আবৃত্তি আর নৃত্য গান।
গুরু পূজা বড় সোজা
গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজা
তবু স্মরণ করি তাঁকে
আমরা পঁচিশে বৈশাখে।

আগমন

বিধান শীল

সুচতুর প্রেমিকার মতো এলে বিকেলবেলায়
লাল রঙের সালোয়ার-কামিজ পরে দ্রুত ছুটে এলে অভিমুখে
বাতাসে উড়ছিল তোমার কালো ওড়না
ঘন ঘন আওয়াজে কাঁপছিল আকাশ
বারবার দেখছিলাম, আগমনের মেঘ
মনে-মনে ভাবছিলাম যদি হারিয়ে ফেল রাস্তা, দৃষ্টি ফেল অন্যদিকে
তোমাকে দেখে বৃক্ষেরা মাথা নিচু করে সালাম জানাল
তুমি জড়িয়ে ধরলে প্রকাশ্যে
দহনে পুড়া জীবন তোমার স্পর্শে ফিরে পেল প্রাণ।

সমীর কুমার ভৌমিক-এর ২টি কবিতা

তোমায় ভালোবাসি

দেখেছিলেম এক সকালে
ওষ্ঠে তোমার সূর্যরাঙা হাসি,
লাজুক চোখে দাঁড়িয়েছিলে
দিঘির পাড়ে আসি।

জলের পরে তোমার ছবি
পদ্ম যেন উঠেছিল ভাসি
আমার অবুঝ চিত্তে প্লাবন
তোমায় ভালোবাসি।

দূরে কোথাও গাছের শাখে
ডাকছিল এক বসন্ত-বউ পাখি।
হঠাৎ তুমি ছুটলে ঘরে
লাজভরা মুখ ঢাকি !

হারিয়ে গেল মধুর সকাল
রইলো ঝরা ফুলের রাশি!
ডাক ছেড়ে মন উঠলো বলে
তোমায় ভালোবাসি।

নষ্টনীড়ও কেউ

নষ্টনীড়ের সংস্কৃতি
দেখে প্রীত হলাম।
হাজির ছিলেন পিতামাতা
সাহেববিবি গোলাম!

কচিকাঁচার আঁকা-আঁকি
সংস্কৃতির প্রাণ,
ক্ষয়িষ্ণু এই বাংলার মাঝে
নষ্টনীড়ের দান ।

বাঁচুক শিশু, বাংলা নিজে
নষ্টনীড়কে ধরে,
নষ্টনীড়ও বেঁচে থাকুক
সংস্কৃতির ঘরে!

জাগুক সাড়া গ্রাম-শহরে
সংস্কৃতির ঢেউ
বাংলাজুড়ে হয়ে উঠুক
নষ্টনীড়ও কেউ!

স্মৃতির ডাকবাক্স

সারমিন চৌধুরী

সবুজের মায়া রেখেছি আঁখি জুড়ে
কিছু আকাশের মিহি রোদ্দুরে,
দেখেছি তোমাকে অনুভবে চাহনীতে
ছুটে গেছি একাকী সে প্রান্তরে।
মন বাগিচায় সাজিয়েছি প্রেম সযত্নে
কিছু গাঁথা আছে আমার অন্তরে,
ছুঁয়েছি তোমাকে আত্মায় মিশে গিয়ে
ছুটে হয়েছি কাঙ্গাল একেবারে।
মিছে হাসি মুখে সজল বেদনায় ডুবে
কিছু স্বপ্নের গলাকে টিপে মারি,
স্মৃতির ডাকবাক্সে জং ধরা অনুভূতির
অস্তিত্ব বিলীনের ফরিয়াদ করি।
নামমাত্র সম্পর্কে দীর্ঘশ্বাসের হায় তুলে
কিছু কষ্টের নোনা স্রোতে ভেসেছি,
নির্ঘুম রাত্রি বিবর্ষ যন্ত্রণায় ছটফট করে
নির্বাক বোধের বিপরীতে হেঁটেছি।
বিশুদ্ধ সবুজও নীলে মিশে যায় নিশ্চুপ
কিছু কোলাহল ছুটে ঘুমের দেশে,
অবিকল মুখোশধারীর মুখটা ফুটে উঠে
মিথ্যার ছাপ দীনতার ছদ্মবেশে।

ঘোষণা

পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় কোন লেখকের বা কবির লেখার বিষয়বস্তু, মন্তব্য এবং বক্তব্য একান্তই তার নিজস্ব। এ বিষয়ে পত্রিকা কর্তৃপক্ষ বা সম্পাদকের কোন দায় নেই।

সাহিত্যের রবি

কনক কুমার প্রামানিক

সাহিত্যাকাশে রঙিন রবি উজ্জ্বল নক্ষত্র
নিজ আলোয় তুমি রাজা বিচরণ সর্বত্র।
সব্যসাচী সৃষ্টি তোমার বিমুগ্ধ সবার মন
উল্লাসিত বঙ্গবাসীর ধন্য হয়েছে জীবন।
চির সবুজ লেখনিতে পাঠক হৃদয় ভরে
জগৎ জোড়া খ্যাতিতেরয়েছো অন্তরে।
কলম তব দ্যুতি ছড়ায় নিজ বিভায় ভরে
সুখ জাগে তোমার গর্বে, তুমি সবার তরে।
চির নতুন চির তরুণ সাহিত্যের দরবারে
পরিপূর্ণ সৃষ্টি তোমার সকলের আবদারে।
তুলনা শুধু তুমিই তোমার সারা জগতময়
আপন ভুবনে অবিনশ্বর মন করেছে জয়।

হে রবীন্দ্র

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

ধ্যানে-জ্ঞানে পূর্ণ ওগো রবীন্দ্রনাথ তুমি,
তোমার জ্ঞানের সুধায় সিক্ত বঙ্গের ঊষর ভূমি।
কী দারুণ রস সিঞ্চন করলে কাব্য,ছড়া,গানে!
সেই নির্যাসের ঢেউ লেগেছে বিশ্ববাসীর প্রাণে।
নিপূণ হাতে লিখলে আরো গল্প-নাটক-কত,
দর্শন শাস্ত্রের চিন্তাধারা তোমার লেখায় শত!
নোবেলজয়ী হলে তুমি গীতাঞ্জলি লিখে,
প্রতিভাধর তকমা এতেই ছড়ায় দিকে দিকে।
সাহিত্যেরই প্রতি শাখায় অশেষ দানের তরে,
হে রবীন্দ্র! শ্রদ্ধায় তোমায় যায় সকলে স্মরে!

রাজ্য

রাজ্য দুই গালে থাবড়া খেয়েছে: অভিজিৎ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ শহরে সুপ্রিম কোর্টে এসএসসি মামলার শুনানিতে তাঁর নাম ওঠায় শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করলেন তমলুকের বিজেপি প্রার্থী তথা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। গত মঙ্গলবারের শুনানিতে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বিজেপিতে যোগদানের কথা বলে হাইকোর্টের রায়কে পক্ষপাতদুষ্ট বলে উল্লেখ করার চেষ্টা করেছিলেন কয়েকজন আইনজীবী। সেজন্য প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ভর্ৎসনার মুখে পড়েন তাঁরা। এদিন সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'দুই গালে চড় খেয়ে এসেছে।' সুপ্রিম কোর্টে ভারতের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের ডিভিশন বেঞ্চে প্রায় গোটা দিন এসএসসি মামলার শুনানি হয়। শুনানির দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন আইনজীবী বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম করে তাঁর বিজেপিতে যোগদানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে দাবি করেন, তাঁকে শাস্তি দিতে হবে। একথা শুনেই আইনজীবীদের ধমক লাগান প্রধান বিচারপতি। বলেন, 'আমরা মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছি। এখানে কোনও প্রাক্তন বিচারপতির আচরণ বিশ্লেষণ করা হচ্ছে না।' এদিন সেকথা উল্লেখ করে অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'আজ তৃণমূলের উকিলরা আমার নাম করে সুপ্রিম কোর্টে বলতে গিয়েছিল। জাস্টিস গঙ্গোপাধ্যায় বলে একজন ছিলেন, তিনি বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তখন প্রধান বিচারপতি তাদের মুখের ওপরে বলে দিয়েছেন, কাদা ছোড়াছুড়ির জায়গা এটা নয়। এখানে এসব নিয়ে বেশি কাদা ছুড়বেন না। এতে তৃণমূলের খুব মন খারাপ হয়েছে। কারণ চোরগুলোকে আমিই ধরা শুরু করেছিলাম।' শুনানির পর ২৫,৭৫৩ জনের চাকরি খারিজের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছে আদালত। আপাতত তারা চাকরিতে বহাল থাকবেন।

দুই মাসে অযোগ্য বাছাই কী ভাবে, জানেনা এসএসসিও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ আগামী দুমাসের মধ্যে কিভাবে অযোগ্য বাছাই হবে তার কোনও রুপ রেখা নেই এসএসসির কাছেও। এর আগে সিবিআই তদন্তে উঠে আসে ২০১৬ সালে এসএসসিতে অবৈধ নিয়োগের সংখ্যা ৫,৫৩৭। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অযোগ্যদের বেতন ফেরতের নির্দেশ দেয় বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। সেদিন এসএসসির ২৫,৭৫৩ জনের প্যানেলও খারিজ করে দেয় হাইকোর্ট। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করে এসএসসির তরফে জানানো হয়েছে, ২৫,৭৫৩ জনের মধ্যে বৈধ নিয়োগের সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। এসএসসির দাবি থেকেই স্পষ্ট, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অবৈধ নিয়োগের সংখ্যা প্রায় ৭ হাজার। যা সিবিআই তদন্তে উঠে আসা সংখ্যার থেকেও প্রায় দেড় হাজার বেশি। ওদিকে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের দাবি, সিবিআই তদন্ত অনুসারে প্রায় ৮ হাজার ৩০০ জনের নিয়োগ নিশ্চিতভাবে অবৈধ। এর বাইরেও অবৈধ নিয়োগ থাকতে পারে। ভোটের মধ্যে আপাতত রাজ্যে সরকার সস্তি পেলেও সমস্যা একটা থেকেই যাচ্ছে। এছাড়া যে ভাবে টেন্ডার ছাড়াই নায়সা নামে সংস্থাটিকে ওএমআর শিট মূল্যায়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাতে জালিয়াতি স্পষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি। কেন প্রার্থীদের মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য এসএসসি নিজের কাছে না রেখে বেসরকারি সংস্থার কাছে রেখে দিল তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আদালত। আদালতের মন্তব্য, জনগণের তথ্য কি বেসরকারি সংস্থার কাছে ফেলে রাখা যায়? এতে তো নিয়োগ প্রক্রিয়ার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে। অবৈধ নিয়োগ বেশি হয়েছে গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডির ক্ষেত্রে। শিক্ষকপদে অবৈধ নিয়োগের সংখ্যা কম। নবম - দশমে প্রায় ৯ শতাংশ ও একাদশ-দ্বাদশে প্রায় ১২ শতাংশ। ফলে খড়ের গাদায় সূচ খুঁজে পাওয়াটা খঠিন। তার ওএমআর সিট নষ্টের একটা অভিযোগ প্রথম থেকেই রয়েছে এই মামলায়।

রাজ্যপালকে 'পদ্মপাল' বললেন তৃণমূল নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ শহরে রাজ্য ও রাজ্যপাল সংঘাত বরাবরই সংবাদ শিরোনামে উঠে এসেছে। এবারও তার অনিয়ম হল না, কিন্তু বরং একদিকে যখন তৃতীয় দফায় লোকসভা নির্বাচন হচ্ছে, তখন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসুকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করল তৃণমূল। বর্তমান রাজ্যপালকে 'পদ্মপাল' বলে আক্রমণ করা হল। তৃণমূল ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বড় মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন। তিনি বলেছেন, "বিজেপিকে খুশি করতে রাজ্যপাল সবই আনন্দ বসু জগদীপ ধনখড়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করছেন। বিজেপিকে খুশি করেই ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হয়েছেন জগদীপ ধনখড়। ফলে এখন এই রাজ্যপালও বিজেপিকে খুশি করার চেষ্টা করছেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কাজ করছেন। উনি দিদিগিরির কথা বলছেন, কিন্তু রাজ্যপাল নিজে একজন পদ্মপাল হয়ে গিয়েছেন।" উল্লেখ্য, বিগত কয়েকদিন ধরেই রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগকে ঘিরে সরগরম হয়ে রয়েছে বাংলা। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বসু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যৌন হয়রানির অভিযোগের জবাব দিয়েছেন, তার রাজনীতিকে "নোংরা" বলে অভিহিত করেছেন এবং চলমান নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক বিতর্কে টেনে আনার বিষয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন। এর আগে রাজভবনে এক মহিলা কর্মীর সঙ্গে রাজ্যপাল রাজ্যপালের অসদাচরণের অভিযোগ তুলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তৃণমূল নেতারা যে ধরণের ভাষায় রাজ্যপালকে আক্রমণ করছেন তা নিয়ে সমাজের একটা অংশের মন্তব্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাক্তি আক্রমণের দিকে চলে যাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল।

বিশেষ প্ল্যানিং-এ মমতা-সহ সব বিরোধীদের সঙ্গে চায় কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ ভোট শতাংশের ইস্যুতে এবার একযোগে প্রতিবাদের ভাবনা বিরোধীদের ইন্ডিয়া জোটের। জানা যাচ্ছে তৃতীয় দফার ভোটের মাঝেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে। শুধু মমতার সঙ্গেই নয়, ইন্ডিয়া জোটের অন্যান্য শরিক দলগুলির কাছেও বার্তা পাঠিয়েছেন বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা। এবার ইন্ডিয়া জোটের সব রাজনৈতিক দলগুলিকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হতে চাইছে কংগ্রেস শিবির। ভোট শতাংশের ইস্যুতে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চাইছে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব। একযোগে বিরোধীদের সম্মিলিত কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে চাইছে দিল্লিতে নির্বাচন সদনের দুয়ারে। লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দুই দফায় চূড়ান্ত ভোট শতাংশ প্রকাশে কেন দেরি হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, এই ধরনের ঘটনা নির্বাচন কমিশনের থেকে প্রকাশিত তথ্যের গুণগত মান নিয়ে সন্দেহের অবকাশ তৈরি করে। সব বিরোধী দলগুলির উদ্দেশে খাড়্গের বার্তা, 'সম্ভবত ইতিহাসে এই প্রথমবার এমন ঘটল যে লোকসভা ভোটের প্রথম ও দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত ভোট শতাংশ প্রকাশ করতে নির্বাচন কমিশন দেরি করেছে।' এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, লোকসভা ভোটের প্রথম দুই দফার চূড়ান্ত ভোট শতাংশ নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করেছিল গত ৩০ এপ্রিল। যা ছিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণের ১১দিন পর এবং দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণের ৪ দিন পর। বিরোধীদের একাংশের দাবি, সাধারণভাবে ভোটগ্রহণ পর্বের ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই নির্বাচন কমিশন ভোট শতাংশ সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করে দেয়। সেখানে কেন এতটা দেরি হল, সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন অ-বিজেপি দলগুলি সরব হতে শুরু করেছে। এবার সেই ইস্যুকে হাতিয়ার করে একযোগে কমিশনের দ্বারস্থ হতে চাইছে কংগ্রেস। শেষ কয়েকবারে ডেরেক ও'ব্রায়ানকে ইন্ডিয়া জোটের সভায় তৃণমূলের প্রতিনিধি হিসাবে দেখা গেলেও সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নদীয়ার সভায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, "সর্বভারতীয় স্তরে ইন্ডিয়া জোট আমি তৈরি করেছি, ইন্ডিয়া নামও আমার দেওয়া। ভোটের পর আমি (জোট) দেখে নেব। লড়ছি একলা। বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি আমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে।" বিরোধী দলগুলি আদৌ তাদের পার্থক্য সরিয়ে রেখে 'একতা' দেখাতে পারবে?

৩ বছর পর কোর্টের নির্দেশে ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ বাঘের হানায় মৃত্যু হয়েছিল দুই মৎস্যজীবীর। অথচ ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারের বিভিন্ন দফতরে ছোটাছুটি করেও তা পাননি পরিবারের সদস্যরা। সেই সংক্রান্ত মামলায় ওই দুই মৎসজীবীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য দুই সপ্তাহের মধ্যে মৃতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন। মামলার বয়ান অনুযায়ী, মৃত দুই মৎস্যজীবীর নাম হল অমল দণ্ডপাঠ এবং দিলীপ সর্দার। দুটি পৃথক ঘটনায় এই মৎস্যজীবীর বাঘের হানায় প্রাণ গিয়েছিল। জানা গিয়েছে, অমল দণ্ডপাঠ মৈপিঠের বাসিন্দা। সুন্দরবনের জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তারপর হামলা চালিয়েছিল বাঘ। ঘটনাটি ঘটেছিল ২০২১ সালের ৩০ ডিসেম্বর। তাকে বাঘের মুখ থেকে ফেরানো গেলেও এর দুদিন পরে তিনি মারা যান। তাঁর স্ত্রী তপতী দণ্ডপাঠ দাবি করে ছিলেন, বৈধ অনুমতিপত্র নিয়ে জঙ্গলে ঢুকেছিলেন তাঁর স্বামী। সেই নথিপত্র দেখানো হলেও ক্ষতিপূরণ দেয়নি প্রশাসন। অন্যদিকে, দিলীপ সর্দার কুলতলির কাঁটামারির বাসিন্দা। ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে তিনি জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। সেই সময় বাঘের হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী শেফালি সর্দারও জনিয়েছেন, জঙ্গলে যাওয়ার জন্য বন দফতরের অনুমতি ছিল। কিন্তু, প্রশাসন ক্ষতিপূরণ দেয়নি। তাই তারা দুজনেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। মামলাকারীর আইনজীবী শ্রীময়ী মুখোপাধ্যায় জানান, আদালত ২ সপ্তাহের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দিতে বলেছে। আগে সেখানকার মানুষ আদালতে পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। কিন্তু এখন তারা আদালতে পৌঁছে বিচার চাইতে পারছেন। এপিডিআরের অভিযোগ, নানা অজুহাতে সরকার তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছিল। বাঘের হানায় মৃত প্রত্যেকের পরিবারকে যেন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়।

সন্দেশখালির ভিডিয়োটা ঘুরছে গ্রামে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়োকে (সত্যতা যাচাই করেনি মানভূম সংবাদ) প্রচারের অস্ত্র করেছে তৃণমূল । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে দলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী প্রচারে তুলে ধরছেন সেই কথা। গ্রামে গ্রামে এই ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে আরও অভিনব পন্থা নিল তৃণমূল কংগ্রেস। সন্দেশখালির ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আসার দিনেই সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে এই ভিডিয়োর বেশ কিছু ক্লিপিং-এর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ একাধিক বিজেপি নেতার বক্তব্য তুলে ধরে একটি প্রতিবাদী ভিডিয়ো সম্প্রচার করেন অভিষেক। মোদী থেকে শাহ সন্দেশখালি নিয়ে একরকম কথা বললেও আসলে কী ঘটেছিল, তা নিয়ে তৃণমূলের বক্তব্য তুলে ধরা হয় সেই ভিডিয়োয়। এবার সেই ভিডিয়োকে সম্বল করে নতুন কায়দায় প্রচার শুরু তৃণমূলের। একটি ট্যাবলো গাড়ি করে সেই ভিডিয়ো প্রচার করা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সন্দেশখালির ভিডিয়ো নিয়ে তৃণমূলের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। সিউড়ি এক নম্বর ব্লকের আলুন্দা কুখুদিহি সহ বিভিন্ন গ্রামে এলইডি স্ক্রিনের মাধ্যমে সন্দেশখালির স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো। মূলত ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে স্টিং অপারেশনের বিজেপির চক্রান্ত এই মর্মেই বিজেপিকে ভোট না দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে এই ভিডিয়োর মাধ্যমে। ট্যাবলো গাড়ি করে প্রচারে সন্দেশখালির বিজেপির মণ্ডল সভাপতির সেই স্টিং অপারেশনের ভিডিয়ো ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, শুভেন্দু অধিকারী সহ বিজেপি নেতৃত্ব কীভাবে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে অপপ্রচার করছে, সেই অভিযোগ তুলে এই ভিডিয়ো তুলে ধরা হয়েছে তৃণমূলের তরফে।

ক্রীড়া-সংবাদ

১১ বছর পর ফাইনালে ডর্টমুন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম লেগটা পিএসজি হেরেছিল ১-০ গোলে। প্যারিসে আজ চ্যাম্পিয়নস লিগ সেমিফাইনালের ফিরতি লেগে সেই গোল শোধ করা তো হলোই না, উল্টো আরও একটা গোল খেয়ে বসল পিএসজি। নিজেদের মাঠেও তাই হারতে হলো ১-০ গোলে। দুই লেগ মিলিয়ে ২-০ ব্যবধানে জিতে ১১ বছর পর আবার চ্যাম্পিয়নস লিগের ফাইনালে জায়গা করে নিল ডর্টমুন্ড। ২০১২-১৩ মৌসুমের সেই ফাইনালে ডর্টমুন্ড ২-১ গোলে হেরেছিল স্বদেশি ক্লাব বায়ার্ন মিউনিখের কাছে। সেই ফাইনাল ছিল লন্ডনের বিখ্যাত ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে। এবারও ফাইনাল ওয়েম্বলিতেই, আগামী ১ জুন। এবারও ফাইনাল হতে পারে দুই জার্মান ক্লাবের। অন্য সেমিফাইনালে যে প্রতিপক্ষ বায়ার্ন মিউনিখ-রিয়াল মাদ্রিদ! মিউনিখে ২-২ সমতার পর বুধবার বার্নাব্যুতে বায়ার্ন রিয়ালকে হারিয়ে দিলেই হবে ২০১২-১৩ মৌসুমের ফাইনালের পূনরাবৃত্তি। গত সপ্তাহে সিগনাল ইদুনা পার্কে ডর্টমুন্ডের জয়ের নায়ক ছিলেন জার্মান স্ট্রাইকার নিকলাস ফুলক্রুগ। আজ পার্ক দে প্রিন্সেসে ডর্টমুন্ডকে আরেকটি জয় এনে দিয়েছেন সেন্টার ব্যাক ম্যাটস হুমেলস। ৫০ মিনিটে ম্যাচের একমাত্র গোলটি তাঁর। দুর্দান্ত খেলেছেন অন্য সেন্টার ব্যাক নিকো স্কোটারব্যাকও। অথচ ম্যাচে গোলের সুযোগ কম পায়নি পিএসজি। কিন্তু ভাগ্য বোধহয় আজ লুইস এনরিকের দলের সঙ্গে ছিল না। দুই অর্ধ মিলিয়ে মোট চারবার পোস্ট ও ক্রসবারে লেগেছে পিএসজির শট। পিএসজির সবচেয়ে বড় আশা ছিল যাকে নিয়ে, সেই কিলিয়ান এমবাপ্পেও জাদুকরী কিছু করতে পারেননি। ৮১ মিনিটে কাছ থেকে নেওয়া তাঁর একটি শট ঠেকাতে খুব একটা বেগ পেতে হয়নি ডর্টমুন্ড গোলরক্ষক গ্রেগর কোবেলের। ৮৭ মিনিটে তাঁর আরেকটি শট কোবেলের হাত ছুঁয়ে লাগে ক্রসবারে। এ ছাড়া বাকিটা সময় এমবাপ্পেকে খুব একটা বিপজ্জনক মনে হতেই দেননি ডর্টমুন্ড ডিফেন্ডাররা। এই মৌসুম শেষেই পিএসজি ছেড়ে যাচ্ছেন ফরাসি এই ফরোয়ার্ড। নিজের শহরের প্রিয় ক্লাবের হয়ে ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় এটাই তাই আপাতত তাঁর শেষ ম্যাচ। হতাশাতেই শেষ হলো পিএসজির হয়ে এমবাপ্পের ইউরোপিয়ান-অধ্যায়। পিএসজির জন্যও চ্যাম্পিয়নস লিগ এক আক্ষেপের নাম হয়ে রইল। লিগ আঁ-র রেকর্ড ১২বারের চ্যাম্পিয়নরা এ নিয়ে তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনাল থেকে বিদায় নিল, একবার হেরেছে ফাইনালেও (২০১৯-২০ মৌসুমে)। প্যারিসে পিএসজির এই হতাশার রাতটা ডর্টমুন্ডের জন্য এসেছে বিশাল এক আনন্দের উপলক্ষ হয়ে। ম্যাচ শেষেই পার্ক দে প্রিন্সেসে অতিথি হয়ে যাওয়া অল্প কিছু ডর্টমুন্ড সমর্থকদের সঙ্গে সেই আনন্দ উদযাপন করেছেন হামেলসরা।

বলকান হৃদয়ের তেরজিচ যেভাবে স্বপ্নপূরণের খুব কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষ, শক্তপোক্ত, পরিণত, পোড়-খাওয়া। চোখ ভিজতে সে রকম আঘাত লাগে। এদেন তেরজিচের জীবনে তেমন আঘাত এসেছিল ২০২৩ সালের ২৭ মে। সেদিন মৌসুম শেষ হওয়ার মাত্র ৪ মিনিট আগে বায়ার্ন মিউনিখের কাছে বুন্দেসলিগা শিরোপা হারিয়েছিল বরুসিয়া ডর্টমুন্ড। গ্যালারিতে উন্মত্ত প্রায় ৮০ হাজার 'হলুদ-কালো' শিবির। কিছুক্ষণ আগে ঘটা ট্র্যাজেডিতে তাঁদের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ার কথা। কিন্তু কিসের কী, ডর্টমুন্ডের সমর্থকেরা আকাশ-বাতাস কাঁপানো নিনাদে ক্লাবের গান গাইতে শুরু করলেন। সমর্থকদের সমবেত সেই চিৎকারসুলভ সংগীতের মাঝে খেলোয়াড়দের নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন তেরজিচ। খেলোয়াড়দের কারও কারও ভেঙে পড়াটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু তেরজিচের তো তেমন হলে চলবে না। তিনি কোচ—এ ঘরানার মানুষেরা সাধারণত আবেগকে বাক্সবন্দী করে ডাগআউটে নেমে নিরাসক্ত মনেই বাড়ি ফেরেন। কিন্তু তেরজিচ সেদিন আর পারেননি। সামনে উন্মাতাল সমর্থকদের নিনাদ—তেরজিচের প্রতি তা যেন তিরের ফলার মতো ছুটে আসছিল। চোয়াল শক্ত করে চোখ-মুখ কুঁচকে তিনি মনের মধ্যে কোথায় যেন বাঁধ দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ভালোবাসার তোড়ের সামনে পৃথিবীর সবকিছুই বালির বাঁধ! তেরজিচ কেঁদে ফেললেন। অশ্রু লুকাতে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে অবচেতন মনে দুই-এক পা সামনে এগোলেন। কোচের মনের মধ্যে কী চলছে, সেটা বুঝতে পেরে গ্যালারি থেকে ঝরল করতালির বৃষ্টি, সঙ্গে অশ্রু—এবার সমর্থকদের চোখে। তেরজিচ তখন আর কোচ নেই। তিনিও সমর্থক! তেরজিচ বড় হয়েছেন ডর্টমুন্ডের ৪০ কিলোমিটার পূর্বের শহর মেনদেনে। সাবেক যুগোস্লাভিয়ান অভিবাসীর সন্তান তিনি, 'আমার বাবা বসনিয়ান, মা ক্রোয়েশিয়ান, বাসায় আমরা যুগোস্লাভিয়ান ভাষায় কথা বলি।' তাঁর ভাই অ্যালেন ডর্টমুন্ডের রিজার্ভ দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচের দায়িত্বে ছিলেন। ডর্টমুন্ডের স্কাউট হিসেবেও কাজ করেন। দুটি দেশের নাগরিকত্ব—জার্মানি ও ক্রোয়েশিয়া—রয়েছে তেরজিচের।

গলায় পদক দেখার অপেক্ষায় যুবরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ ২০০২, ২০০৭ ও ২০১১—এই সালগুলো যুবরাজ সিংয়ের ভোলার কথা নয়। এই তিন বছর ভারতের হয়ে তিনটি ট্রফি জিতেছেন সাবেক অলরাউন্ডার। ২০০২-এ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালে ভারতকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখা যুবরাজ এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত। শুভেচ্ছাদূত হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপটা খুব কাছ থেকেই দেখবেন যুবরাজ। ফাইনালটা হয়তো মাঠে বসেই দেখবেন। বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালের সেই ফাইনাল শেষে বন্ধু ও সাবেক সতীর্থ রোহিত শর্মার হাতে বিশ্বকাপের ট্রফি আর গলায় পদক ঝোলানো দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় আছেন যুবরাজ। এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা রোহিত অধিনায়ক হিসেবে খেলবেন। যুবরাজের বিশ্বাস রোহিতের অধীনে ২০১১ সালের পর আবার বিশ্বকাপ জিতবে ভারত। আইসিসির সঙ্গে কথোপকথনে যুবরাজ বলেছেন, '(রোহিতের উপস্থিতি) খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমাদের সত্যি ভালো একজন অধিনায়ক দরকার। দরকার একজন বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়ক, যে কি না চাপের মধ্যেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোহিত সে রকমই একজন।' রোহিতের নেতৃত্বের প্রশংসা করতে গিয়ে যুবরাজ বলেছেন, 'আমাদের ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে হেরে যাওয়া ম্যাচে সে অধিনায়ক ছিল। সে পাঁচটি (অধিনায়ক হিসেবে) আইপিএল ট্রফি জিতেছে। ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তার মতো একজনকেই প্রয়োজন।' ব্যক্তি রোহিতকে নিয়ে যুবরাজের বিশ্লেষণটা এ রকম, 'যে যত সাফল্যই পাক না কেন, ব্যক্তি হিসেবে বদলাবে না। এটাই রোহিত শর্মার সৌন্দর্য। সে মজাপ্রিয় মানুষ, সব সময় দলের সবার সঙ্গে মজা করে। অন্যতম কাছের বন্ধু।'

'অসম্পূর্ণ' কাজ শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ অবসর ভেঙে গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাকিস্তান দলে ফিরেছেন মোহাম্মদ আমির। ৩২ বছর বয়সী এই পেসারের চোখে এখন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন। বার্তা সংস্থা এএফপিকে আমির জানিয়েছেন, আগামী মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের 'অসম্পূর্ণ কাজ' তিনি শেষ করতে চান। ২০১১ সালে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পাঁচ বছর নিষিদ্ধ হওয়া এবং জেল খাটা আমির আরেকটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিজের খেলার সম্ভাবনা দেখছেন এবং সেই সুযোগ পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। পাকিস্তান এখনো টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড ঘোষণা করেনি। গত ২ মে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করে পাকিস্তান। পিসিবি তখন জানিয়েছিল, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড সাজানো হবে। আমির আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে পাকিস্তান স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন। লাহোর থেকে ফোনে এএফপিকে আমির বলেছেন, 'পাকিস্তানের হয়ে আবারও খেলতে পারার অনুভূতিটা দারুণ। আমি অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ করতে চাই, আর আমার কাছে স্বল্পকালীন লক্ষ্য হলো বিশ্বকাপ জেতা।' ওভালে ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে পাকিস্তান দলে অভিষেক আমিরের। মাঝের এই ১৫ বছরের মধ্যে প্রায় ৯ বছর জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন আমির। স্পট ফিক্সিংয়ে জড়িয়ে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটানোর পর স্বেচ্ছায় অবসর নিয়ে জাতীয় দলের বাইরে ছিলেন সাড়ে তিন বছরের বেশি সময়। আন্তর্জাতিক অভিষেকের এক বছরের মধ্যেই তারকাখ্যাতি পেয়ে গিয়েছিলেন আমির। দুর্দান্ত গতি আর সুইংয়ে ব্যাটসম্যানদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু ২০১০ সালে লর্ডস টেস্টে স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে নিষিদ্ধ হন পাঁচ বছর। তাঁর সঙ্গে নিষিদ্ধ হয়েছিলেন সালমান বাট আর মোহাম্মদ আসিফও। ইংল্যান্ডে ছয় মাস জেলও খেটেছেন আমির। পাকিস্তানের তখনকার অধিনায়ক বাট ও আসিফ যথাক্রমে ৩০ মাস ও ১২ মাস করে জেল খাটেন। নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ পূর্ণ করে ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরেন আমির। কিন্তু বাজে ফর্মের কারণে জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ায় ২০২০ সালের ডিসেম্বরে অবসরের ঘোষণা দেন। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান স্কোয়াডে সুযোগ পেলে নাসিম শাহ, হারিস রউফ, শাহিন আফ্রিদির সঙ্গে দারুণ পেস আক্রমণ গড়বেন আমির। পিসিবি তাঁকে জাতীয় দলে ফিরিয়ে তাঁর প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছে, আমির তার-ই প্রতিদান দিতে চান, 'পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এবং টিম ম্যানেজমেন্ট আমার প্রতি আস্থা রেখেছে। আমাকে এই আস্থার প্রতিদান দিতে হবে। চার বছর পর (জাতীয় দলে) ফিরেছি, আর জাতীয় দলে খেলার অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।' গত মাসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাঠে চারটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের তিনটিতেই খেলেন আমির।

রেকর্ড ভাঙার দিনে জরিমানাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ দুর্দান্ত ছন্দে আছেন সঞ্জু স্যামসন। এবারের আইপিএলে ব্যাট হাতে ১১ ইনিংসে রান করেছেন তৃতীয় সর্বোচ্চ ৪৭১। সেটাও ১৬৩.৫৪ স্ট্রাইকরেটে। এমন পারফরম্যান্স তাঁকে লোকেশ রাহুলকে টপকে বিশ্বকাপ দল সুযোগ এনে দিয়েছে। গতকাল দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে ম্যাচ হারলেও খেলেছেন ৪৬ বলে ৮৬ রানের ইনিংস। এই ইনিংস খেলার পথে নতুন একটি রেকর্ড গড়েছেন স্যামসন। আইপিএলে তিনি দ্রুততম ২০০ ছক্কার রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছেন ভারতীয় কিংবদন্তি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে। আইপিএলে স্যামসনের ২০০তম ছক্কাটি এসেছে খলিল আহমেদের বলে। ইনিংসের তৃতীয় ওভারে নিজের খেলা পঞ্চম বলেই ছক্কা মারেন রাজস্থান অধিনায়ক। এরপর স্যামসন ছক্কা মেরেছেন আরও ৫টি। মাত্র ১৫৯ ইনিংসে ২০০ ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়েছেন স্যামসন, যা ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম। ধোনির ২০০ ছক্কা মারতে লেগেছিল ১৬৫ ইনিংস। কোহলি ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৮০ ইনিংসে, যেখানে রোহিত শর্মার লেগেছে ১৮৫ ইনিংস। সুরেশ রায়না ২০০ ছক্কা মেরেছেন ১৯৩ ইনিংসে। আইপিএলে বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বোচ্চ ছক্কা রোহিতের। ভারত অধিনায়ক ২৫০ ইনিংসে ছক্কা মেরেছেন ২৭৬টি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা কোহলি ২৪০ ইনিংসে ২৫৮টি ছক্কা মেরেছেন। ধোনির ছক্কা ২৪৮টি, তাঁর লেগেছে ২২৭ ইনিংস। এমন কীর্তি গড়ার ম্যাচে আইপিএলের আচরণবিধি লঙ্ঘন করে ম্যাচ ফির ৩০ শতাংশ জরিমানা গুনেছেন স্যামসন। তিনি কাল আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন। ২৭ বলে ৬০ রান দরকার এমন সমীকরণে স্যামসন শাই হোপের হাতে বাউন্ডারি লাইনে ক্যাচ দেন। হোপের পা বাউন্ডারি লাইনে লেগেছে কি না, সেটা নিশ্চিত হতে না পেরে টিভি আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত চান মাঠে থাকা আম্পায়ার। টিভি আম্পায়ারের রায় স্যামসনের বিপক্ষে যায়। তাতেই খেপেছিলেন এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। শেষ পর্যন্ত তাঁর দল ম্যাচটি হারে ২০ রানে।

বক্স অফিস

আলিয়াকে দেখে দীপিকার নামে চিৎকার

জিস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ মেট গালা মানেই ফ্যাশনের ঝড়। দেশ-বিদেশের তারকারা মেট গালার রেড কার্পেটে চমক দিতে তৈরি। ফ্যাশনের দুনিয়া অভিনবত্ব দেখানোর জন্য তারকারা সর্বদা তৎপর। এই যেমন আলিয়া, শাড়ির আভিজাত্য নিয়ে রেড কার্পেটে আগুন ঝরালেন বলিউডের 'গাঙ্গুবাই'। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মেট গালা অনুষ্ঠানে আলিয়া। আর 'বউমা'র কীর্তিতে গর্বিত 'শাশুড়ি' নীতু কাপুর। কিন্তু শাশুড়ি নীতু যতই খুশি হোক না কেন, মেট গালায় কিন্তু পাপারাজ্জিদের একাংশ আলিয়াকে চিনতেই পারল না! উলটে আলিয়াকে দীপিকার সঙ্গে গুলিয়ে, দীপিকা বলে চিৎকার করতে শুরু করল। হ্যাঁ, এরকমই এক ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা গিয়েছে, আলিয়া রেড কার্পেটে পা রাখতেই পাপারাজ্জিদের একাংশ দীপিকার নাম ধরে ডাকতে শুরু করলেন। তবে অনেকে মনে করছেন এই ভিডিও ভুয়ো। দুজনের মধ্যে কোনও মিলই নেই ভিডিও আসলে, আলিয়া ভিডিওর মধ্যে জোর করে আনা হয়েছে দীপিকার নামডাক। আলিয়া ভাট এখন বলিউডের পাশাপাশি হলিউডেও পরিচিত। পশ্চিমী বিনিদোদুনিয়ায় পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে কোনওরকম কসরত বাকি রাখছেন না 'কাপুর বাড়ির বউমা'। গ্লোবাল আইকন হিসেবে আন্তর্জাতিক আঙিনার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেভাবে নিজেকে তুলে ধরছেন, তা বহুল প্রশংসিত হচ্ছে সর্বত্র। বলিউডের ময়দানে দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার পর নিন্দুকদের তরফে 'নেপোকিড' তকমা পাওয়া আলিয়া ভাট কিন্তু সম্প্রতি গোটা বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকাতেও নাম তুলে ফেলেছেন। এবার মেট গালার লাল গালিচায় আগুন ঝরালেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের কাস্টমমেড শাড়িতে। যা দেখে চোখ ফেরাতে পারছেন না অনুরাগীরা। নেটপাড়ার একাংশ তো তাঁকে বলিউডের 'প্রকৃত রানি' বলেও সম্বোধন করলেন।

জঙ্গলেও সোহিনীর সঙ্গে একান্তে শোভন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ গুঞ্জনে থাকলেও, গায়ক শোভন গঙ্গোপাধ্যায় ও অভিনেত্রী সোহিনী সরকার কিছুতেই স্বীকার করবেন না, তাঁরা প্রেমে রয়েছেন। এমনকী, দুজনের বিয়ের খবর রটে গেলেও, শোভন-সোহিনী এ ব্যাপারে স্পিকটি নট। কিন্তু এরই মাঝে সোশাল মিডিয়ায় নিজেদের ছবি দিয়ে, এই প্রেম গুঞ্জনকে বার বার যেন উসকে দিচ্ছেন এই জুটি। কখনও সোহিনীর, তো কখনও শোভনের সোশাল মিডিয়া থেকে ছড়িয়ে পড়ছে দুজনের নানা আদুরে ছবি। এই যেমন সম্প্রতি এক থ্রোব্যাক ছবি পোস্ট করলেন শোভন। যেখানে দেখা গেল জঙ্গলে একান্তে সময় কাটাচ্ছেন দুজনে। এরকমই এক ছবি পোস্ট করে হরেকরকম হৃদয়ের ইমোজি পোস্ট করলেন শোভন। বেশ কয়েক মাস আগে শোভন তাঁর সোশাল মিডিয়ায় কয়েকটি ছবি পোস্ট করেছিলেন। যেখানে দেখা গিয়েছিল সোহিনীর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন শোভন। আর সেই ছবি পোস্ট করে, শোভন লিখলেন, "শেষ সবকিছু তোমার জন্য তোলা রইল..."। শোভনের

এই পোস্ট কি সোহিনীর প্রতি প্রেম উজাড় করেই? এই নিয়ে অবশ্য টলিপাড়ায় জোর গুঞ্জন। এই পোস্ট নিয়ে শোভন ও সোহিনী মুখ না খুললেও, সোশাল মিডিয়া থেকে আপাতত গায়েব এই ছবি ও ক্যাপশন। কয়েকদিন আগেই খবরে আসে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সম্পর্কে ইতি টেনেছেন সোহিনী। অন্যদিকে, শোভন ও স্বস্তিকা দত্তর ব্রেকআপ! নিন্দুকরা কিন্তু এই সুযোগে দুইয়ে দুইয়ে চার করছেন। আর ক্রমেই জোরালো দুজনের তাড়াতাড়ি বিবাহের জল্পনা।

কানাডায় জনপ্রিয় গায়কের প্রাসাদে গুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ কানাডার জনপ্রিয় গায়ক ড্রেকের প্রাসাদে হামলা। চলল গুলি। তাতেই তুলকালাম কাণ্ড। ঘটনায় একজন গুরুতর জখম হয়েছে। হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। এমনটাই জানা গিয়েছে। হামলার পর ড্রেকের প্রাসাদে আরও কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলেই খবর। সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোররাতে। গাড়িতে করে এসে নাকি গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। চোখের নিমেষে পালিয়ে যায় তারা। এদিকে ঘটনা জানাজানি হতেই ড্রেককে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন অনুরাগীরা। পরে জানা যায়, ড্রেক সুরক্ষিত রয়েছেন। আহত হয়েছেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষী। বুকে গুলি লেগেছে তাঁর। অবস্থা বেশ সংকটজনক। রক্ষীকে বাঁচানোর প্রাণ চেষ্টা করছেন চিকিৎসকরা। কানাডার পাশাপাশি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিকত্ব রয়েছে ড্রেকের। তাঁর বাবা ছিলেন ড্রামার। আর মা শিক্ষকতা করতেন। আবার ফ্লোরিস্ট হিসেবেও কাজ করতেন। ড্রেকের যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন তাঁর বাবা-মায়ের ডিভোর্স হয়ে যায়। আবার বিয়ে করেন তাঁর মা। সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ ড্রেকের ছোটবেলা থেকেই ছিল। অল্প বয়স থেকে তিনি ক্লাবে গান গাইতেন। তার পর শুরু করেন র‍্যাপ। তুমুল জনপ্রিয়তা পান। সম্প্রতি র‍্যাপার কেন্ড্রিক লামারের সঙ্গে ড্রেকের ঝামেলা নিয়ে বিস্তর হইচই হয়। লামার নিজের একটি গানে ড্রেকের তুমুল সমালোচনা করেন। তাঁকে মাদকাসক্ত, জুয়াখোর বলেন। এও দাবি করেন, ড্রেকের এক মেয়ের বাবা আর সেটা গোপন রেখেছেন। এতেই কাজিয়া শুরু হয়ে যায়। এই ঘটনার সঙ্গে ড্রেকের প্রাসাদে হামলার কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখবে পুলিশ।

মেজাজ হারালেন বরুণ ধাওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, ৮ মেঃ অভিনেতা বরুণ ধাওয়ানের দেখা পাওয়া গেল মঙ্গলবার মুম্বইয়ের রাস্তায়। এমনিতে বড়ই হাসিখুশি তিনি, শুধু তাই নয়, বন্ধুবৎসলও। তবে এদিন হারালেন মেজাজ। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি ক্লিনিকে ঢুকছিলেন তিনি। আর সেই সময়তেও পাপারাজ্জিরা অনুসরণ করা চালিয়ে গেলে, হারিয়ে ফেলেন মেজাজ। বেশ বিরক্ত হন, যা তার কথা থেকেই স্পষ্ট। ইনস্ট্যান্ট বলিউডের শেয়ার করা ভিডিয়োতে বরুণকে তার গাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। তারপরে তিনি একটি ক্লিনিকের দিকে যান, কিন্তু ভিতরে যাওয়ার আগে, তিনি ক্যামেরাম্যানদের দিকে ফিরে তাকান, যখন সকলে মিলে তাঁর নাম চিৎকার করে চলেছিল একটা ফোটো পাওয়ার আশায়। বিরক্তি গলায় মাখিয়েই বরুণ জানতে চান, 'তুইও ভিতরে আসতে চাস?' যার উত্তরে পাপারাজ্জিদের বলতে শোনা যায়, 'নাহ নাহ'! বরুণ ধাওয়ানের স্ত্রী নাতাশা দালাল বর্তমানে অন্তঃসত্ত্বা। কদিন আগে তাঁর বেবি শাওয়ারও ছিল। আর কিছুদিনের মধ্যেই কোলে আসবে সন্তান বরুণ-নাতাশার। সেই জন্যই অভিনেতা ক্লিনিকে যান নি তো? ভিডিয়োতে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এক নেট-নাগরিক লিখলেন, 'বেশ বোঝা যাচ্ছে টেনশনে। আরে একটু তো একা ছাড়ো।' দ্বিতীয় জনের মন্তব্য, 'সত্যিই এই পাপারাজ্জি কালচার দমবন্ধকর। যে কেউ রেগে যাবে।' তৃতীয়জন লিখলেন, 'বরুণ তো কখনও এমন করে না! কী মিষ্টি ব্যবহার ওর পাপারাজ্জিদের সঙ্গে। সব ঠিক আছে তো?' বরুণের হাতে বর্তমানে বেশ কয়েকটি সিনেমা এবং ওয়েব সিরিজ রয়েছে। তিনি সামান্থা রুথ প্রভুর সঙ্গে রাজ অ্যান্ড ডিকে-তে কাজ করবেব। যা সিটাডেলের ভারতীয় সংস্করণ। চলতি বছর অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে দেখা যাবে এই সিরিজ। তাঁকে অ্যাটলির বেবি জন-এও দেখা যাবে, যেটি তার ২০১৬ সালের তামিল চলচ্চিত্র 'থেরি'র পুনঃনির্মাণ। যেখানে বিজয় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। ওয়ামিকা গাব্বি, জ্যাকি শ্রফ ও রাজপাল যাদব অভিনীত এই সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক হবে কীর্তি সুরেশের। ছবিটি প্রযোজনা করবেন মুরাদ খেতানি, প্রিয়া অ্যাটলি এবং জ্যোতি দেশপাণ্ডে। জাহ্নবী কাপুরের সঙ্গে শশাঙ্ক খৈতানের 'সানি সংস্কারী কি তুলসী কুমারী' ছবিতেও অভিনয় করেছেন বরুণ।